



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12<sup>th</sup> Year, 342 Issue • 21 December, 2021, Tuesday • ৫ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397



ইন্ডিয়া টুডে'র দেওয়া পুরস্কার, ছোট রাজ্যের মধ্যে কৃষিতে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, মুখ্যমন্ত্রী হাতে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে। এই নিয়ে একাধিকবার হল। ইন্ডিয়া টুডে'র পুরস্কার পাওয়ায় ত্রিপুরার ঐতিহ্য বৃদ্ধি হলো বলা চলে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, নব্বৈশ মাদির নেতৃত্বেই কৃষি ক্ষেত্রে দেশে এগিয়ে চলেছে এবং আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। কৃষিতে ভারতশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার খবরে রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে।

## মানিকের কংগ্রেস!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ‘কংগ্রেস’ রানিরবাজারে সিপিআই(এম) কর্মীদের আক্রমণ করে আহত করেছে, জানিয়েছেন সিপিআই(এম) ‘র’ সর্বাচ্চ নীতিনির্ধারণক সংস্থা পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। আক্রমণের পর থেকে বিজেপি দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছে বলে সিপিআই(এম) বলে এসেছে, সোমবারে হাসপাতালে আহতদের দেখে বেরিয়ে আসার সময় মানিক সরকার আক্রমণকারীরা ‘কংগ্রেস’ বলে মন্তব্য করেছেন। পশ্চিম জেলা সিপিআই(এম) আক্রমণে যুক্ত বিজেপি দুর্বৃত্তের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, যাকে এখন আর মজলিশপুরে যেতে দেখা যায় না, তিনিও বিজেপিকেই অভিযুক্ত করেছিলেন। মানিক সরকার বলেননি কেন এখানে ‘বিজেপি’ থেকে ‘কংগ্রেস’ হল। সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে মানিক একাধিকবার বলেছেন যে ‘সবটাই আমার থেকে জানবেন?’। দলের কর্মীরা আহত কিন্তু সর্বাচ্চ নীতিনির্ধারণকদের এক জনের সেই নিয়ে কথা বলতে এত অনীহা কেন, সেটা বোঝা মুশকিল!

## রেগার খাজানার ১৮৩ কোটি চিচিং ফাঁক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। দুর্নীতিকে যদি দুর্নীতিই না বলা হয়, তবে আর দুর্নীতি থাকে না কাগজে-কলমে, কিন্তু কাগজে-কলমেই ত্রিপুরায় রেগায় প্রায় দুশো কোটি টাকার কারচুপি হয়েছে শেষ তিন আর্থিক বছরে, অডিটে তা ধরা পড়লেও, স্বচ্ছ প্রশাসনের দোহাই দেওয়া সরকার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। যেহেতু ব্যবস্থা নেয়নি ফলে ‘দুর্নীতি মুক্ত’ থাকার মুখোশ লটকানো আছে। গত তিন আর্থিক বছরের কোনো বছরেই রাজ্যে যত গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটি আছে, তার প্রত্যেকটিতে অডিট হয়নি, ২০১৮-১৯ সালে মাত্রই অর্ধেক জায়গায় অডিট হয়েছে, তাতেই প্রায় দুশো কোটি টাকার আইনি



হিসাব পাওয়া যায়নি। রাজ্যের ইতিহাসেই রেগার কাজে এই পরিমাণ টাকার বেপাজি হয়ে যাওয়া ‘এই প্রথম’। মডেল রাজ্যে সরকারি

দেওয়া হচ্ছে, অফিস ভাঙচুর করছেন বিজেপি’র নেতা-কর্মীরা, সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন, এবং সংবাদমাধ্যমকে জনগণের নাম নিয়ে ‘নেগেটিভিটি’, ‘পজিটিভিটি’ জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের দালাল, সংখ্যালঘুদের সংগঠিত করা হচ্ছে সাংবাদিকদের এমন কথাও শুনতে হয়েছে, সেই উৎস থেকে সংবাদ পরিবেশনের ব্যালাপ নিয়ে জ্ঞান শুনতে হচ্ছে, অথচ দুশো কোটি টাকার কলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে, ‘সত্য’ জানার পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, এই বিষয় নিয়ে কেউ ‘ঈ’ শব্দটি করছেন না। এদিকে, রাম আমলেই রাজ্যে সবচেয়ে বড় আর্থিক কলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে বলে প্রকাশ পেয়েছে তদন্ত রিপোর্টে। সূত্র মোতাবেক এর

আগে রাজ্যের ইতিহাসে এত বড় কলেঙ্কারির ঘটনা কখনও ঘটেনি। খোদ রেগায় রাজ্যের আটটি জেলায় মোট ১৮৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৭১

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৫৮৭টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে সোশ্যাল

An Initiative by Joyjit Saha

**Big Books**

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

**পারুল প্রকাশনী**

SINCE 1981

9774414298

53 Shishu Uddyan Biplani Bitan A. K. Road Agartala 799001

মতর্জমতা ‘পারুল’ নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

হাজার ৪০৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। যার মধ্যে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রেই বিচ্যুতির পরিমাণ ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৯৪ টাকা।

অডিট সম্পন্ন হয়েছে ৮৫৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯৫৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত • এরপর দুইয়ের পাভায়

## আইনসচিব, স্পেশাল পিপি-কে শোকজ নোটিশ আদালতের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় আইন সচিব-সহ সরকার পক্ষের দুই আইনজীবীকেই শোকজ করলো আদালত। দুই সুপাহের মধ্যেই কেন তাদের বিরুদ্ধে অসামান্য মামলা করা হবে না তার জবাব চাওয়া হয়েছে। এই মামলায় সোমবারই আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, মামলায় নিযুক্ত স্পেশাল পি পি সন্ডাট কর ভৌমিক এবং আইনজীবী অনিবার্ণ ভট্টাচার্যকে শোকজ দেওয়া

পাটি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই মামলায় আদালত থেকে দুই সাক্ষী পালিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এমনকী আদালত চত্বরে সাক্ষীদের কেনা-বোচা করতে ব্যাগে টাকা নিয়ে ঘোরারও অভিযোগ রয়েছে। এই মামলায় টাকার লেন-দেনের বিনিময়ে খুনে অভিযুক্ত কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত চৌধুরী, রাজা পুলিশের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস, সুমিত সাহা এবং পাণাই সাহার হত্যা

নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। গত ১৭ ডিসেম্বর সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ছিল। মামলায় নিযুক্ত স্পেশাল পি পি সন্ডাট কর ভৌমিক আগের দিনই সাক্ষ্যগ্রহণের সময় উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় হাজার থাকতে পারবেন না বলে পিটিশন দিয়েছিলেন। পিটিশনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বিচারক মিত্রা দাসও ব্যস্ত থাকবেন এদিন। টেলিফোনে বিচারক মিত্রা দাসের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এ নিয়েই আদালত একটি নির্দেশে শোকজ নোটিশ দেন আইন সচিব-সহ সরকার পক্ষের দুই আইনজীবীকে। জানা গেছে, এই নির্দেশ দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বিচারক মিত্রা দাস ব্যস্ত থাকবেন বলে যে কথা বলা হয়েছে এটা ভিত্তিহীন। স্পেশাল পি পি যে পিটিশন দিয়েছে এর কোনও ভিত্তি নেই। যেহেতু বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় সরকার পক্ষকে সমর্থন করে আদালতে সওয়াল করার জন্য রাজ্যের আইন সচিব নিয়োগ পর দিয়েছেন • এরপর দুইয়ের পাভায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। একটি মার্কশিট। সেই মার্কশিটে মোট ৩৬টি রাজ্যের নাম। ২৮টি পূর্ণ রাজ্য আর ৮টি কেন্দ্র শাসিত রাজ্য। সেই ২৮টি রাজ্যের মধ্যে যদি ছোট আর বড় রাজ্যের ব্যবধান না দেখা হয়, তাহলে ‘ত্রিপুরা’র স্থান ২৭ নম্বরে। ‘নার্জ’ রাজ্য ২০টির মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে গুজরাট, দ্বিতীয় হয়েছে কেরালা এবং তৃতীয় তামিলনাড়ু। অন্যদিকে ‘মাল’ স্টেট ৮টির মধ্যে ত্রিপুরার স্থান সপ্তম। জনসংখ্যার আয়তনে ছোট এবং বড়’র ব্যবধান না দেখলে, রাজ্যের এই নম্বর আদতে লজ্জায় ফেলার মতই। তবে কিসে এত কম নম্বর পেলে রাজ্য? বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০-২১ সালের ‘স্টেট ফুড সেকটি ইনডেক্স’-এ দেশের রাজ্যগুলোর সার্বিক

Table 2: Index Rankings for Small States

Rankings	State Name	Human Resources and Institutional Data	Compliance	Food Processing and Surveillance	Training and Capacity Building	Consumer Empowerment	TOTAL
1	Goa	15	16	12	5	15	63
2	Meghalaya	8	18	8	5	14	53
3	Manipur	10	15	7	4	10	46
4	Sikkim	7	17	11	1	4	40
5	Nagaland	5	12	11	3	7	38
6	Arunachal Pradesh	8	21	2	0	6	37
7	Tripura	7	11	9	5	3	35

দেশের ছোট রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে এটি সুনির্দিষ্ট বিভাগকে নিয়ে মোট ১০০তে ইনডেক্স র‍্যাঙ্কিং-এ রাজ্যের অবস্থান সপ্তম।

ফলাফলে রাজ্যের অবস্থান একেবারে তলানির দিকে। দেশের প্রতিটি রাজ্যে ‘ফুড সেকটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড’ কতটা সঠিকভাবে রাজ্যগুলোতে প্রণয়ন হয়েছে, সেই নিরিখে প্রতি বছর ‘ফুড সেকটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া’ তথা

ফসাই একটি মার্কশিট তৈরি করে। সেই মার্কশিট মোট পাঁচটি বিভাগকে নিয়ে তৈরি হয়। একেকটি রাজ্যের সরকার সেই রাজ্যের নাগরিকদের কতটা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাবার-দাবার পরিবেশন করে, সে রাজ্যের বাজার-হাট কতটা

ফসাই একটি মার্কশিট তৈরি করে। সেই মার্কশিট মোট পাঁচটি বিভাগকে নিয়ে তৈরি হয়। একেকটি রাজ্যের সরকার সেই রাজ্যের নাগরিকদের কতটা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাবার-দাবার পরিবেশন করে, সে রাজ্যের বাজার-হাট কতটা

## ছুটি নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে অসন্তোষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ছুটির জন্য এজিএমসি-জিবিপি হাসপাতালের কর্মীরা হাঁপিয়ে উঠেছেন। মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে, যেকোনও প্রয়োজনেই মেডিক্যাল লিভ নিচ্ছেন। কারও কারও বক্তব্য, অনৈতিক জেমেও বস্ত্ত মেডিক্যাল লিভ নেওয়ার জন্য তারা বাধ্য হচ্ছেন। কোভিড সময়ের জন্য চাইল্ড কেয়ার লিভও বন্ধ আছে, তবে এই হাসপাতালের একজনের দাবি অন্য মহকুমায় একেবারে বন্ধ নেই চাইল্ড কেয়ার লিভ। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে ডাক্তার ও নার্স পদ অনেক শূন্য, সেসব শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চাপ বাড়ছে চাকরিতরদের উপর। জিবিপি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের ছুটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা, সমস্যায়া অন্যদেরও। উপরের দিকের কর্মচারীদের অবস্থা সামান্য ভাল। এক কর্মী দাবি করেছেন যে ক্যান্সার লিভ মঞ্জুর হওয়া লটারির মতো হয়ে গেছে। পাঁচ-ছয়দিন আগে আবেদন করতে হয়, তাও • এরপর দুইয়ের পাভায়

**জরুরি বিজ্ঞপ্তি**

সম্মানীয় গ্রাহক ও প্রাধ্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাম্য ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বছরের বহু প্রচারিত একমাত্র BRAND **Ori-Plast** নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা **Ori-Plast** লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই।

**Ori-Plast is Ori-Plast**

**We have no any 2nd BRAND**

Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে ভিত্তিহীন বক্তব্য রাখার অভিযোগ এনেছে আদালতই। রাজধানীতে চাঞ্চল্যকর ব্যাঙ্ক ম্যানোজার বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত ৫৪জনের সাক্ষ্য আদালতে রেকর্ড করা হয়েছে। সরকার পক্ষে আরও ২জন সাক্ষ্য দেওয়ার বাকি। দু’জনই হচ্ছেন মামলার তদন্তকারী অফিসার। চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলায় আগেই সাক্ষ্যদানের বিপুল টাকায় কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকী আসামি পক্ষের এক আইনজীবীর সাহায্যে বিশালগড় এবং নীরমহলে বড়

মামলার মূল অভিযুক্ত ওমর শরিফের নাম রয়েছে। ভিআইপি আসামিদের ছাড়াতে শুরু থেকেই একটি চক্র চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। আদালত থেকে চার অভিযুক্ত এক দফায় জামিনও পেয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত এই জামিন বাতিল করে দেয়। যে কারণে জেলে রেখেই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। আদালত সূত্রেও খবর, আসামি পক্ষের আইনজীবী পীযুষ বিশ্বাস মামলার অন্যতম সাক্ষী তথা বিলোনিয়া আদালতের বিচারক মিত্রা দাসকে আবারও সাক্ষ্য

**পৃষ্ঠা ৬**

**বিপাকে ঐশ্বর্য, পানামা পেপার কাণ্ডে ৬ ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ ইডি-র**

**লোকসভায় পাশ ভোটের-আধার সংযুক্তির বিল**

## জেলায় জেলায় রিভিউ স্বাস্থ্য দফতরের

## রবিবার রাতেও দাফতরিক বৈঠকে রাধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রবিবার মানেই সরকারি ছুটি। এই চিরন্তন বিশ্বাসকে খানিকটা হলেও ভাঙন ধরিয়ে এবার ব্যতিক্রমী উদাহরণ মেলেন ধরল রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মার পৌরহিত্যে গত রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত দাফতরিক বৈঠক আয়োজিত হলো উত্তর জেলায়। দফতরের কয়েকজন আধিকারিক এবং ৮টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের



নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই একই বৈঠকে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে ম্যালেরিয়া এবং ইমিউনাইজেশন বিভাগের আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোষ্ঠাবস্তির স্বাস্থ্য দফতর বা মহাকরণের সুনির্দিষ্ট এক-দুটো ঘরে বসেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জেলা ভিত্তিক সব বৈঠক হয়তো নিয়মিতভাবে আর হবে না। এখন থেকে প্রত্যেকটি জেলাতেই ঘুরে • এরপর দুইয়ের পাভায়

**গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার**

**সিষ্টার**

এখন মিক্সড মশলা

নিশ্চিন্তের প্রতীক

**সিষ্টার**

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে



## সোজা সাপ্টা একই খেলা

ত্রিপুরার বিভিন্ন পুর নিগম ও পুর ভোটে যারা সন্ত্রাস, রিগিং-র অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন তারাই বঙ্গের বিভিন্ন পুর ভোটে নজিরবিহীন ছাপ্লা ভোট ও রিগিং-র খেলা দেখালেন। আগে বাম আমলে দেখা যেতো বঙ্গের দেখানো পথে ত্রিপুরা যেন হাঁটছে। অবশ্য তখন বঙ্গ আর ত্রিপুরায় একই দলের সরকার ছিল। তবে এখন বঙ্গ আর ত্রিপুরায় ভিন্ন দুইটি দলের সরকার। কিন্তু ভোটের সময় দেখা যাচ্ছে দুইটি দল ভিন্ন হলেও ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে তাদের চরিত্র যেন এক। পাশাপাশি অনেকেই মনে হচ্ছে যে, বঙ্গ এবং ত্রিপুরার শাসক দলের মধ্যে যেন অন্দরে অন্দরে একটা বোঝাপড়া বা মিল রয়েছে। ত্রিপুরায় তৃণমূল যেমন হৈ চৈ করে অন্য বিরোধীদের এক পাশে রাখতে চাইছে তেমনি বঙ্গেও নাকি বিজেপি হৈ চৈ করে বাম-কংগ্রেসকে খালি করে দিতে চাইছে। অর্থাৎ বিষয়টি নাকি এরকম যে, ত্রিপুরায় বিজেপি-কে দেখবে তৃণমূল আর বঙ্গে তৃণমূলকে দেখবে বিজেপি। বঙ্গে বাম-কংগ্রেসকে বিজেপি ও তৃণমূল যেমন দুর্বল করছে তেমনি ত্রিপুরায়ও বাম-কংগ্রেসকে নাকি দুর্বল করবে বিজেপি-তৃণমূল। ত্রিপুরায় যেমন ত্রিপুরা পুলিশে ভোট হলো তেমনি বঙ্গেও বঙ্গ পুলিশে ভোট হলো। অর্থাৎ দুইটি রাজ্যেই একই কায়দায় ভোট হলো। দুইটি রাজ্যেই যেন দেখা গেলো আসলে বাম-কংগ্রেসকে দুর্বল বা খালি করে দেওয়ার খেলা হলো নির্বাচনে।

# প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হোক বিতর্কিত মন্তব্য সিধু’র

চট্টীগড়, ২০ ডিসেম্বর।। ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে পাঞ্জাবে দুই বাজিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সামগ্রিক পরিস্থিতি ধর্মতর্মে। এর মধ্যেই তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। এক জনসভায় তিনি মন্তব্য করেন, ধর্মীয় ধর্মের অবমাননা করেন তাঁদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই অবমাননার তীব্র নিন্দা করেছেন এর আগে। কিন্তু সকলেই গণপ্রহারের বিষয়টি সমুদ্রে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মালেরকোটলায় রবিবার এক জনসভায় সিধু এই ধরনের ঘটনাকে একটি সম্প্রদায়ের

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, মৌলবাদী শক্তি পাঞ্জাবের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে। অপরধীদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চম্ধী রবিবার স্বর্ণমন্দিরে যান। পরিদর্শন করেন ঘটনাস্থল। ধর্মীয় অবমাননার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। পরে টুইটে ওই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের কথাও জানান। অপরধীদের খুঁজে বার করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, গত বিধানসভা নির্বাচনের মতোই পাঞ্জাবের আসন্ন

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিষয়টি ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। শনিবার সন্ধ্যায় স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা চলাকালীন আচমকাই এক ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ‘গ্রন্থ সাহেব’-এর সামনে রাখা তরোয়াল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় তাঁকে গণপিটু নি দিয়ে মেরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। ওই ঘটনার রেশ কটিতে না কটিতেই একই ধরনের আরও একটি ঘটনা ঘটে ওই রাজ্যের কাপুরথালা জেলায়। কাপুরথালার নিজামপুর গ্রামে একটি গুরুদ্বারে লাগানো শিখ পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে মারেন গ্রামবাসীরা।

# তথ্য দিতে বাধ্য রাজ্য, পেগাসাস নথি না পেয়ে ফের হুঁশিয়ারি রাজ্যপাল ধনখড়ের

**কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর।।**দুসপ্তাহ পরিয়ে গেলেও এখনও পেগাসাস-কাণ্ডের তদন্ত কমিশন সংক্রান্ত নথিপত্র পাননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ফের টুইটারে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তাঁর দাবি, সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী এক বিষয়ে তাঁকে অবহিত করা রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। সোমবার রাজ্যপাল টুইটারে লিখেছেন, ‘সংবিধানের ১৬৭ ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ২৬ জুলাই, ২০২১-এ তদন্ত কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি এবং কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত নথি দিতে বাধ্য। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনও নথি দিতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে।’ গত শুক্রবার পেগাসাস-কাণ্ডের তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গণা্ কমিশনের কার্যকলাপের উপর হুগিচাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এখনও বিতর্কে ইতি টানতে রাজি নন। গত শুক্রবার শীর্ষ আদালত কমিশনের কাজ হুগিতে নির্দেশ দেওয়ার পরও ফের রাজ্যের কাছে এ সংক্রান্ত নথি চেয়েছিলেন তিনি। গত ২৬ জুলাই পেগাসাস-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকার এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে

নিয়ে দুই সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে জানানো হয়, এনকোয়ারির আন্ট (১৯৫২)-এর আওতায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লোকুরের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র গত ৬ ডিসেম্বর চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজভবন। ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তা রাজভবনে পাঠাতে ‘অনুরোধ’ করা হয়েছিল। রাজ্যপালের অভিযোগ, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ

কর্তার। বিষয়টিতে কর্ণ পাথ করেননি। প্রসঙ্গত, অতীতেও ধনখড় একাধিকবার সংবিধানের ১৬৭ ধারার উল্লেখ করে বলেছেন, রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁকে জানানোটাই নিয়ম। এই প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, ওই ধারায় যা বলা আছে তাতে, রাজ্যপাল শুধুমাত্র রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেও সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে অবগত করাটা মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

## আত্মঘাতী ছাত্রী

**চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বর।।** মেয়েরা নিরাপদ মাতৃভূতরে। মেয়েরা নিরাপদ কবরে। বার বার অত্যাচার সহ্য করতে করতে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী এ কথাই লিখেছিলেন। গত কয়েক দিন ধরে কী অবর্ণনীয় অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তা লুকিয়ে রয়েছে এই বাক্যগুলির মধ্যে। যা টের পাননি তাঁর পরিবারও। শনিবার চেন্নাইয়ে নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন স্কুলছাত্রী। আত্মহত্যার আগে তিনি আরও লেখেন, ‘যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক। প্রত্যেক মা-বাবা তাঁদের ছেলেদের শেখান, কীভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।’ শেষ করেন ‘নায়াবিচার চাই’ লিখে। সেখানেই লেখেন, ‘তিন বার যৌন হেনস্থার শিকার হন তিনি। ঘটনাখানেকের জন্য বাজারে গিয়েছিলেন নির্খাতিতার মা। ফিরে দেখেন, তাঁর মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। সোমবার অত্যাচারে অভিযুক্ত ২১ বছরের কলেজ ছাত্রকে চেন্নাই থেকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ অপরাধের কথা কবুল করেছে। ওই তরুণীকে আরও কেউ হেনস্থা করেছিলেন কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এক পুলিশ কর্তা বলেন, ‘যৌন হেনস্থা করার পূর্বে থেকে নানাভাবে ওই তরুণ উতাজ্ত করছিলো ওই তরুণীকে। অশালীন মেয়েজ এবং ছবি পাঠাচ্ছিলো। এই সবের আগে আট মাস ধরে ওই তরুণী সঙ্গে তাঁর সুস্পন্দ ছিল।’

### পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা

● **তিনের পাতার পর** – পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেনস আন্ট ২০২০ অনুসারে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি ইস্যু করার জন্য সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। ডিজি লকারের মাধ্যমে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকেও তা বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ড্রোন টেকনোলজির মাধ্যমে জমি চিহ্নিতকরণ, সীমানা নির্ধারণ সহ ম্যাপিং-এর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বামিস্ব অ্যাপের মাধ্যমে শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি জমির অ্যাপও তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। জমি সংক্রান্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে রাজ্যে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কথা ভেবেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার সঙ্গে নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এরই অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের অধিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা চালুর মধ্য দিয়ে রাজ্যে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কথা ভেবেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার সঙ্গে নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এরই অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের অধিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা চালুর মধ্য দিয়ে রাজ্যে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কথা ভেবেই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার এনওসি র জন্য আবেদনকারীদের হাতে ফায়ার এন ও সি সার্টিফিকেট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব, দফতরের মন্ত্রী রামপ্রদাস পাল সহ অতিথিগণ।

## ফের পতন নিফটি এবং সেনসেন্সের

**মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর।।** শেয়ার বাজারে থাবা বসাল ওমিক্রন উদ্ভেগ। করোনা ভাইরাসের নতুন রূপের অভিঘাতে সোমবার বাজার খোলার পরেই হুড়মুড়িয়ে পতন ঘটল সূচক সেনসেন্স এবং নিফটির। ওমিক্রন উদ্বেগের জেরে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন বাজার খোলার পরে সেনসেন্স ১,১০০ পয়েন্ট পড়ে যায়। নিফটি ৩৩৯ পয়েন্ট খুঁইয়ে নেমে আসে ১৬,৬৫০-এরও তলায়। শুধু ভারত নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, কোরিয়া, হকং-সহ বিভিন্ন দেশে শেয়ার সূচকের পতন’র খবর পাওয়া গিয়েছে সোমবার। বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির বাজারের উপরে কতটা পড়ে সে দিকে তাকিয়ে ছিল সংশ্লিষ্ট মহল। সোমবার সকালে লেন-দেন শুরু হতেই দেখা গেল দ্রুত মাথা নামাচ্ছে সূচক। এক সময় সেনসেন্স ১,১০৮ পয়েন্ট খুঁইয়ে নেমে আসে ৫৫,০০৩-এ। পরে সামান্য বাড়ে সূচক। গত ১৯ অক্টোবর সেনসেন্স পেরিয়েছিল ৬২ হাজারের গণ্ডি। মাত্র ১৯ মাসে ২৬ হাজার পয়েন্টের ওই উথানে আশার আলো দেখছিলেন বাজার বিশেষজ্ঞেরা। কিন্তু নভেম্বরের শেষ পর্বে ওমিক্রন উদ্বেগের জেরে তা ৫৭,১০৭-এ নেমে আসে।

### আর্য কলোনি

● **সাতের পাতার পর** – উইকেট। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে ১৭.৪ ওভারে মাত্র ১টি উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় আর্য কলোনি। রান্ন সাহা ২৪ রানে অপরাজিত থাকে। এছাড়া হৃদয় কর্মকার করে ২২ রান।

#### বিলোনিয়ায় অনলাইন স্কোরিং-র উদ্‌বোধন

● **সাতের পাতার পর** – (বিসিসিআই) এবং জাতীয় ফুটবল রেফারি টিম্‌সু দে। অন্যান্য মহকুমগুলিও আস্তে আস্তে এই পথে হাঁটবে বলে আশায় ক্রিকেট মহল।

### অস্ট্রেলিয়া

● **সাতের পাতার পর** – বল বিকৃতির অভিযোগ নিয়ে অপমানে অধিনায়কত্ব ছাড়তে হয়েছিল শ্রিক্রিকেট। ক্রিকেট থেকেই সাসপেন্ড হতে হয়েছিল এক বছরের জন্য। সেই অভিশপ্ত অধ্যায় ভুলে পড়ে পাওয়া সুযোগকে কাজে লাগালেন স্মিথ। কামিস্পের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব পেয়েই ইংল্যান্ডকে দূরমুশ করে দিলেন তিনি। অনেকেই বলছেন অজি ক্রিকেটে অবশেষে শাপমুক্তি হল স্মিথের।

#### ১৩ হাজার কোটি

● **ছয়ের পাতার পর** – মহলের একাংশের ধারণা ‘কালান ন’ বিশ্বে থেকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছে মোদির মুখে। মেম্বল চৌধুরী, নীরব মোদি, বিজয় মালদেব মতো আরও ঋণখেলাপি রয়েছেন যাঁদের সম্মিলিত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি। সেই অনাদায়ী ঋণের পাহাড় ব্যাঙ্কগুলিকে যেমন দুর্বল করেছে, তেমনই সাধারণ দেশবাসীকে শঙ্কায় রেখেছে। এর পাশাপাশি একাংশ মনে করেন, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে আগামী দিনে ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য কতটা ফিরবে তা এখনই নিশ্চিত বলা না গেলেও সাধারণ মানুষের আমানতের সুরক্ষা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

#### আহত তিন

● **পাঁচের পাতার পর** – মারে। টি আর ০৭-২৯১৭ নম্বরের অটো গাড়িটিতে থাকা চালকসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। ঘটনাটি ঘেঁষতে পেয়ে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। অটো গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহতরা বাইরে বাক্স উদ্গিন (১৮) ইকবাল হোসেন (১৬) আবু মিয়া (১৭) তাদের বাড়ি অসমের কিরমগঞ্জ জেলার বারই গ্রামে। আহতরা বর্তমানে সোনামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

# লামার সাথে মোহন ভাগবত

● **ছয়ের পাতার পর** – তেফ্‌ফলের সঙ্গে সাফাৎ করেন সংঘ প্রধান। তখনই ভারত সরকার তিব্বতি মানুষের পাশে থাকায় ভাগবতকে ধন্যবাদ জানান শেরিং। অপরাপক্ষে সংঘ প্রধান আশ্বাস দেন, চিনের আগ্রাসনমুক্ত তিব্বতের পাশে সব সময় থাকবে ভারতের মানুষ। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনের ধরমস্ত্রীরা সফরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, ৪০ হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ভারতীয়র শরীরে রয়েছে একই ডিএনএ। রবিবার ভাগবতের এই বক্তব্য খণ্ডন করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, প্রকৃত হিন্দুরা মনে করেন প্রত্যেক ভারতীয়র ডিএনএ আলাদা, হিন্দুবাদীরা মনে করেন সব ভারতীয়র ডিএনএ এক।

### ১৮৩ কোটি চিচিংফাক

● **প্রথম পাতার পর** – ও ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গিয়েছে, এই সময়ে থলাই জেলায় ৫০ কোটি ২৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৫৩ টাকা, গোমতী জেলায় ৩০ কোটি ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭১৭ টাকা, খোয়াই জেলায় ৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৮ হাজার ৮০০ টাকা, উত্তর জেলায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৪৩ টাকা, সিপাহিজলা জেলায় ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০৬ টাকা, দক্ষিণ জেলায় ৬২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪১৬ টাকা, উনকোটি জেলায় ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৫১ টাকা এবং পশ্চিম জেলায় ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ১১৯ টাকার বি্যুতীত ধরা পড়েছে। এমন বিশাল পরিমাণ টাকার বি্যুতীত ধরা পড়লেও আশ্চর্যজনকভাবেই সোশ্যাল অডিটের তরফে কিংবা ব্লক-র তরফে থানায় কোনওরূপ এফআইআর দায়ের করা হয়নি। কেনে এফআইআর হয়নি এ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুধুমাত্র সিপাহিজলা জেলায় ১ জন এবং উনকোটি জেলায় ১ জন। অর্থাৎ মোট ২ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে মাত্র। এমআইএস রিপোর্ট থেকে রেগায় এই পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি ধরা পড়লেও দফতরের অভ্যন্তরে যেন কোনও হেলদোল নেই। জানা গেছে, ঠিক এই জায়গাতেই অভ্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা। অন্তত এ ব্যাড়ায়ও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েই সমস্ত কিছু পরিচালিত করছেন বলে অভিযোগ। যে পারদর্শিতার কাছে অন্যান্য আধিকারিকরাও হার মেনেছেন। অথচ আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে তাও কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না। যদি বি্যুতির ঘটনা ঘটেই থাকে তাহলে একফাইআর হচ্ছে না কেন? এ নিয়েও জোর গুঞ্জন রয়েছে। জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে রেগাও আর্থিক বি্যুতীত ধরা পড়েছে ৬৫ লক্ষ ৯২ হাজার ২ টাকা এবং মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে বি্যুতির পরিমাণ ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৪৭ টাকা। অথচ এই সময়ে ত্রিপুরায় ১৭৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির মধ্যে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ৮৪টিতে। যা শতাংশের হিসেবে ৭.১৩ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী যতই তার আমলকে ক্রিন বলে উল্লেখ করে থাকেন, এই কেলেঙ্কারির ঘটনা যে বেশিদিন চেষ্টে রাখা যাবে না, তাও প্রায় পরিকার এবং এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের জেলযাত্রাও যে নিশ্চিত তাও প্রায় অবধারিত।

#### লজ্জাক্ষর অবস্থানে রাজ্য

● **প্রথম পাতার পর** – এবং ৩৮ নম্বর পেয়ে নাগাল্যান্ড পঞ্চম। অরুণাচল প্রদেশ ৩৭ নম্বর পেয়ে যষ্ঠ, ৩৫ নম্বর পেয়ে ত্রিপুরা সপ্তম, ২৫ নম্বরে মিজোরাম তালিকার একবারে তলানিতে। এদিকে ৭২ নম্বর পেয়ে দেশে প্রথম স্থান দখল করেছে উত্তরপ্রাচ, কেরালা দ্বিতীয় হয়েছে ৩ পেয়ে এবং তামিলনাড়ু ৬৪ পেয়ে তৃতীয়। ৫৪ নম্বরে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ অষ্টম। বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তলানিতে তলায়। বিহার এবং ত্রিপুরার নম্বর সমান-সমান, অর্থাৎ ৩৫ নম্বর। এই বিষয়টি প্রশ্নোে আসার পর স্বভাবতই রাজ্যের সাধারণ জনগণ কতটা সুস্বাস্থ্যজনিত পরিবেশে খাবার গ্রহণ করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রশ্ন উঠছে এই নিয়েও, যদি ফুড স্টেমিং এবং সেইজন্যে পরিকাঠামোয় এতটা পিছিয়ে থাকে রাজ্য, তাহলে আদতে কতটা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যবাসীর? রাজ্যে হাতে-গোনা কয়েকজন ফুড সেক্‌ফিট আধিকারিক। বহুবার বলার পরেও বিষয়টি নিয়ে হেলদোলে নৈই সরকারের শীর্ষ মহলে। যেভাবে জেলাগুলোতে ফুড সেক্‌ফিট বিষয়ক সিয়ারিং কমিটিগুলোর কাজ করার কথা, তারাও সঠিকভাবে কাজ করছে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে ফুড সেক্‌ফিট বিষয়ক ইনডেক্স যে পাঁচটি ভাগ রয়েছে তার প্রথমটি হলো জিউমারি রিসোর্স এবং পরিকাঠামোগত তথ্য। তাতে ২০ নম্বরে রাজ্য পেয়েছে ৭। অন্যদিকে কমপ্লয়েশ বিভাগে ৩০ নম্বরের মধ্যে রাজ্য পেয়েছে ১১ নম্বর। ফুড স্টেমিং বিষয়ক পরিকাঠামো এবং নজরদারি বিভাগে ২০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রাপ্তি ৯ নম্বর। ট্রেনিং এবং ক্যাপাসিটি বিন্ধিং বিভাগে ১০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৫। অন্যদিকে কনজিউমার এমপাওয়ারম্যান্ট বিভাগে ২০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রাপ্ত নম্বর ৮। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১০০ তে ৩৫। এই নম্বর যথেষ্ট রাজ্যবাসীকে বলার জন্য— আমরা প্রতিদিন কতটা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসে বেঁচে আছি!

### নৈই একফাইআর, সাসপেনশন

● **প্রথম পাতার পর** – তাকেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

ঋষামুখ ব্লক অফিসের একটি সূত্র জানাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরেই এই টাকা তোলা চলছিল। বিডিও কিংবা পঞ্চায়েত অফিসার কী করে সেটা জানলেন না এতদিন, তা বোঝা কঠিন। কী করে সেই অ্যাকাউন্টে চেক’র সুবিধা রয়ে গেছে, সেটাও রহস্য। কাউকে টাকা দেওয়ার হলে সেই টাকা তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাওয়ার কথা নির্দিষ্ট কাজের নিরিখে টাকা দেওয়ার নির্দেশ মোতাবেক। পঞ্চায়েত অফিসারকে ভিলেজ কমিটিতে যেতেই হয়, বিডিও’রও ভিজিটে যাওয়ার কথা। তাছাড়াও পঞ্চায়েত কিংবা ভিলেজ কমিটির খরচের হিসাব-নিকাশে স্বাভাবিক সুপারভিশনও থাকার কথা। সূত্রটির দাবি, হয় বিডিও,পঞ্চায়েত অফিসার নিজেদের কাজটি করেন না অথবা তারা সবই জানতেন, কেন চুপ করেছিলেন, তার তদন্ত হওয়া উচিত। তাদেরও এই ব্যাপারে ভূমিকা আছে কিনা, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার, কারণ ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত কোনও একফাইআর নেই, যে যার জায়গায় বহাল আছেন, নৈই সাসপেনশন। পঞ্চায়েত অফিসার জানলে বিডিও জানবেন বা উন্টোটাও। পঞ্চায়েত অফিসার বিদায় সংবর্ননা পেয়ে গেছেন। সেই সূত্রটি দাবি করেছে যে, এই ব্যাপারটি পঞ্চায়েতের সর্ব দফতরেও পৌঁছেছে। দফতরও এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। সবকিছু মিলিয়ে রহস্য প্রচুর, সব কাকে ধরে পাশ পাচ্ছেন বা এতে কোন কোন রাধাবাবয়ালের হা-মুখ বন্ধ হয়েছে, সব খেতে দেখা দরকার। সেই সূত্রের মতে, খুঁটিনাটি ধরে হিসাব করলে টাকার অঙ্ক ১৫ লাখ পেরিয়ে যাবে। এডিসির নতুন কমিটি, তাদেরও কোনও আওয়াজ নেই। কাজ হচ্ছে না ভিলেজে অথচ কোনও প্রশাসনিক জঙ্কেপও আছে কিনা, বুঝা মুশকিল।

### দাফতরিক বৈঠকে রাধা

● **প্রথম পাতার পর** – ফিরে ‘রাজা ভিক্তিক রিডিউ মিটিং’ আয়োজন করতে হবে। এই ভাবনাতেই এগোচ্ছে দফতর। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে ছুটির দিনেও স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আমলারা দাফতরিক কাজ করবেন। অনেকটা এরই ইঙ্গিত হিসেবে গত রবিবার উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের রাজ্যভিত্তিক রিডিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে। শুধু রবিবার নয়, সোমবার সকালেও সেই রিডিউ মিটিং আয়োজিত হয় উত্তর জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। গত রবিবার বিকাল ৫টা থেকে স্বাস্থ্য দফতরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটিতে পৌরহিত্য করেন দফতরের অধিকর্তা ড. রাধা দেববর্মা। উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ড. অরুণাচ চক্রবর্তীর অফিসক্ষেে গত রবিবার রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি মালেরিয়া, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকটি আয়োজিত হয়। উক্ত বৈঠকে গোষ্ঠাবিস্তৃতিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকারিক ড. দ্বীপ দেববর্মী, ড. অনুরাধা মজুমদার সহ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উক্ত বৈঠকে নিজেদের জেলার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। তবে সাম্প্রতিককালে রাজ্যের কোনও দফতর রবিবারও রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত নিয়মিত যে দাফতরিক বৈঠক করেছে, এই ঘটনা রিভিউবীন। সোমবার উত্তর জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলেই বৈঠক সম্পন্ন হয় সেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নানা উন্নয়ন প্রকল্প ও বাড়ন্ত ড্রাগ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

### সামাজিক মাধ্যম ঃ অপরাধীরা গ্রেফতারহীন

● **আটের পাতার পর** – সংঘাতের সূত্রপাত শাসকদলেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। রবিবার রাতে সোনারতরী বার-এ মদ্যপ অবস্থায় সংঘর্ষের সূত্রপাত। আহত অমিতাভ দাস জানান, তিনি এবং সঞ্জয় দাস সোনারতরী গিয়েছিলেন। সেখানেই বুটন্দের সঙ্গে ধাক্কাখাঙ্কি হয়ে যায়। আনন্দ উল্লাসের মধ্যে এই ঘটনাটি হয়েছে। আমরা বিষয়টি মিটমাট করে নিই সোনারতরীর ভিতরেই। কিন্তু সোনারতরী থেকে বের হতেই আমরা বাইরে ১০ থেকে ১১জনকে দা, বন্দুক এবং ছুরি নিয়ে ধাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তাদের সামনে গেলেই মারতে আসে। কোনওরকমে ভুল হয়েছে বলে তাদের কাছে গোটা ঘটনার মীমাংসা করে নেওয়ার কথা বলে আমরা আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় নিজেদের বাড়ির দিকে রওনায়া দেই। সঞ্জয়ের বাড়ি পিসি ইটভাটা এলাকায়। পুলিশ সদর দফতরের (১৭) তাদের বাড়ি অসমের কিরমগঞ্জ জেলার বারই গ্রামে। আহতরা বর্তমানে সোনামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কোনও কিছু বোঝার আগেই সঞ্জয়ের নেতৃত্বে এই দুকুতিরা সঞ্জয়ের পিঠে তেজালি দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয়। চিংকার শুনে অনেকেই ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আসেন বিজেপির ১৯নং বুথের সভাপতি অজিত চৌহান। তিনি সহ আরও কয়েকজন মিলে আমাদের একটি বেসরকারি অবস্থা গুরুতর। তাকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পর লাইট হাউসের সামনে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। গোটা রাত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট চলে। আরেক গোটা এলাকাবাসীরই ভয়ে ঘর থেকে বের না বাইরিয়েনা। বারবাহ থানায় ফোন করে যাচ্ছিলেন তারা। এরপরই ফুটন দায়ের নেতৃত্বে একটি দল সর্পাগড়াড় বিজেপির বৃথ সভাপতি অজিত চৌহানের বাড়ি তে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। অজিতের স্ত্রী জানান, রাতে তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। একজন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ঘরে দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে একাই ছিলেন।

এমন সময় টুটন দাস, শ্যামল দাস, অর্ঘজিৎ দাস, কুটু দাস-সহ ১০-১২জন দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। ঘরের বাইরে বাজি ফটাতে শুরু করে দেয়। তাদের হাতে পিস্তল এবং দা ছিল। টিনের ঘরের নিচে দিয়ে চার অভিযুক্তকে চিনতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন অজিতের স্ত্রী। অজিতের স্ত্রীর দাবি, আক্রমণকারীরা সন্ত্রাসী। বিনা কারণেই তাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছে। লাইট হাউসকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সংঘর্ষ তৈরি হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়। দুটি চক্র লাইট হাউসকে দখল করতে সক্রিয়। এই চক্রটি দিনের পর দিন আক্রমণ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরেও। এসব ঘটনায় আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় দিনরানি অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক আলোচনার মধ্যে রয়েছে। ঘটনার আতঙ্কে এখনও ঘর থেকে বেরহওয়ারসাধ দেখাতে পাচ্ছেন না স্থানীয়রা অনেকেই বলে দাবি করা হয়েছে।

## সংবর্ধিত দুই ছাত্রী

● **সাতের পাতার পর** – ছিলেন ছাত্রীদের সাফল্য সবার সামনে তুলে ধরা ইংরেজি শিক্ষক রাজীব দাস। তাদের জোড়া সাফল্য অনেকটাই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলো। রাজীববাবু তাদের প্রচারের আলোতে তুলে ধরেন।

### দ্বিতীয় বিয়ে

● **আটের পাতার পর** – করেছে। দ্বিতীয় মেয়েটিকে বিয়ে করার কথা পরিবারের লোকজন জানতে পেরে থানায় জানান। পুলিশ গিয়ে নাবালকের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। নাবালিকার বক্তব্য, ছেলোট বিবাহিত তা সে জানতো না। তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

#### জিনা সভাধিপতি

● **আটের পাতার পর** – জমি জোর করে দখল নিয়েছে। এখন নিজের অন্তিম বাঁচতে থানার কাছে হাজির হয়েছেন ধনঞ্জয়। তিনি বলেন, জোর করে জমি দখলের প্রতিবাদ করার স্বপ্ন অধিকারী এবং শ্যামল তার উপর আক্রমণ করেছে। পঞ্চায়েতে এ নিয়ে তিনি অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত বক্তব্য শোনেনি। ব্যাধ হয়েই থানার আশ্রয় নিয়েছেন।

#### অর্ধ-স্বচ্ছ

● **ছয়ের পাতার পর** – ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ ঘের্যের রক্ষা। কোনো বস্তুরই নিজস্ব কোনো রং নেই। শুধু বস্তু তার নির্দিষ্ট ধর্মের মাধ্যমে আলো প্রতিসরণ বা প্রতিফলন বা শোষণ করে অথবা প্রতিসরণ, প্রতিফলন ও শোষণের মাধ্যমে তার রূপভেদ প্রকাশ করে। শুরুর দিকে এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বলছিলেন। মানুষের পেছনের আড়াল থেকে এক্সপেরিমেন্ট দেখতে না পারার ও রকম অসুবিধা দূর করার মতো কিছু উদ্ভাবন করা যেতে পারে হয়তো, এ-ই স্বচ্ছ স্বচ্ছতার মূলনীতি থেকেই।

### হাসপাতালে অসন্তোষ

● **প্রথম পাতার পর** কে পাবেন , আর কে পাবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পুরো হাসপাতালে একএকটি শিফটে সোয়াশ’র মতো কর্মী, তাদের থেকে ছাড়ান/সাতজনকে একসাথে ছুটি দেওয়া হচ্ছে, ফলে এই পাঁচ-ছয় নির্বাচন কঠিন হয়ে পড়ে। অন্তত পনেরজনকে ছুটি দেওয়া হলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হত বলে কর্মীরা মনে করছেন। অন্য হাসপাতালের তুলনায় জিবিপি হাসপাতালে কর্মী বেশি,আবার কাজও সবচেয়ে বেশি। এই হাসপাতালে সারা রাজ্য থেকে রোগী আসেন। সব হাসপাতাল এই হাসপাতালে রোগী রেফার করে। এি না পাওয়ার ক্ষেত্রেও সাথে ছুটিছাটা, ইত্যাদি নিয়ে অসন্তোষ বাড় ছে। অসন্তোষ বাড় ছে পরিচালনা নিয়েও।

#### নোটিশ আদালতের

● **প্রথম পাতার পর** এই কারণে তাকেও শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলা নিয়ে এখনও বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন নিহত ব্যাঙ্ক মালেনজারের মা। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি এখন বিচারের আশায় চেয়ে আছেন আদালতের দিকে। কিন্তু এই মামলাতেই প্রথমেই হোস্টাইল হয়ে যায় একজন প্রত্যাক্ষদর্শী। আরও কয়েকজন ওরুৎপূর্ণ ব্যক্তি সন্দেহে এসে ব্যয়ান বদলে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সর্বটা নাকি শুধুমাত্র টাকার খেলা চলছে। টাকার বিনিময়ে ভিআইপি আসামিদের ছাড়িয়ে নিতে সব ধরনের চেষ্টা হচ্ছে। এতসব অভিযোগের মধ্যেও নিহতের পরিবার আদালতে সুবিচার পাবে বল আশায় বৃষ্ বেষ্টে রেখেছেন। কারণ বোধিসত্ত্বকে শহরের কাশারীপাট্রি এলাকায় নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগেও পুলিশের কাছে বক্তব্য দিয়ে গেছেন বোধিসত্ত্ব।







## ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবিতে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে অকাল বৃষ্টিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুরেও ধান, সবজি, আলু, পান চাষিরা ফসলহানির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমন ধানের ফসল কেটে ঘরে তোলার মুখে এই অকাল বৃষ্টিপাত ব্যাপকভাবে ফসলহানি ঘটিয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি নষ্ট হয়েছে। মাটির নিচে ও উপরে আলু গাছ পচে নষ্ট হয়েছে। পানের ক্ষেতেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমনিতেই কৃষি অলাভজনক। তার উপরে সার, বীজ, ঔষধের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ছে প্রতিদিন।

কিন্তু ফসলের বিক্রয় মূল্য বাড়ছে না। এর মধ্যে অসময়ে প্রকৃতির এই ধরনের আঘাতের ফলে সংকটের বোঝা কৃষকদের কাছে অসহনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, উদয়পুর মহাকুমাশাসকের মারফত রাজ্য সরকারের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করলো অখিল ভারত কৃষক মহাসভা ও সিপিআই (এমএল) কমিটি। এদিন উদয়পুরের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করে। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উৎপাদন খরচের মাপকাঠিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ফসল বিমোড়ন্ত ও বিমা বহির্ভূত ক্ষতিগ্রস্ত আমন ধান চাষিদের সবাইকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত সবজি, আলু ও পান চাষিদের উৎপাদন খরচের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ মোট ছটি দাবিতে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।



আজ রাতের ঔষধের পোঁকান সাহা মেডিসিন ৯৪৮৫০৩২০৮৪

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : দিনটিতে মেঘ রাশির পক্ষে শুভ। কর্মভাব শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে। তবে শত্রুতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা দরকার।

**বৃষ** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকদের পরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে মানসিক উত্তেজা ও অকারণে ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

**মিথুন** : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকদের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দৃষ্টিভ্রাতা দেখা দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে সাবধানতা চন্দা দরকার।

**কর্কট** : দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পার্চনার থাকলে মহোবালা ন্য। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ বৃদ্ধির যোগ আছে।

**সিংহ** : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

**কন্যা**: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দৃষ্টিভ্রাতা থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

**তুলা** : চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতর্ক

# বঙ্গের ভোট লুণ্ঠনের প্রতিবাদে রাজ্যে মিছিল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। তৃণমূল কংগ্রেসই পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের পতন ঘটিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জীর দল তৃতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পর এবার ত্রিপুরা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গে কিছু পুর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিযোগ, ওই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের

বিজেপি'র কায়দায় ভোট লুট করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাই এ রাজ্যের সিপিআইএম নেতারা পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ময়দানে নামে। দলের পশ্চিম জেলা কমিটির কার্যালয়ের সামনে থেকে পবিত্র কর, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, রতন দাসদের নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ

পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে গিয়ে তারা সভায় মিলিত হন। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতারা অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে পুর সংস্থার নির্বাচনে শাসক দল গোটা প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এ রাজ্যে এসে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে। অথচ তাদের রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিদিন লুণ্ঠিত হচ্ছে। এক কথায়

তৃণমূল কংগ্রেস যাতে এ রাজ্যে শক্তি বৃদ্ধি না করতে পারে তার জন্য বামেরা এদিন রাজ্যবাসীকে সতর্ক করতে চেয়েছে। পবিত্র কর বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুর নির্বাচনে কি ধরনের ঘটনা হয়েছে তা দেশবাসী দেখেছে। তৃণমূল মুখে বলছে তারা বিজেপি'র বিরোধিতা করে। অথচ দেশের যে প্রান্তে বিজেপি বিপদে আছে সেখানে তারা ছুটে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ত্রিপুরা, গোয়া, মেঘালয়ের মত রাজ্যে বিজেপি'র ত্রাতা হিসেবে যাচ্ছে তৃণমূল নেতারা। দেশের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে বিজেপি বাদে সমস্ত ভারতবর্ষের ১৩টি রাজনৈতিক দল একত্রিতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তাতে সহযোগিতা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিবৃতি দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এই গত এক বছরে এই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কৃষকরা এবং দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন ধর্মঘট ভেঙেছে সবাই সমর্থন করেছে বিজেপি বাদে। কিন্তু তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। এক কথায় পবিত্র কর বোঝাতে চেয়েছেন জাতীয় স্তরে পরোক্ষ বিজেপি'র হয়ে কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

## কাঠিয়াবাবার আবির্ভাব তিথিতে যজ্ঞনুষ্ঠান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবার ১০৮তম আবির্ভাব তিথি মহোৎসবে উপলক্ষে অখিল ভারতীয় সনাতন ধর্ম সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে সোমবার শহরের শিববাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে যজ্ঞনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই যজ্ঞনুষ্ঠান আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ভগবত গীতা পাঠ, কীর্তনও চলবে এক সাথে। প্রথম দিনের যজ্ঞনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়েছিল মন্দির চত্বরে। ভক্তদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গেছে।

# দু'দিনের সফরে ২ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন অভিষেক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, উদয়পুর / সোনা মড. ১/খোয়াই / তেলিয়ামুড়া/ কৈলাসপুর, ২০ ডিসেম্বর।। নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যে পা রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। এবার দু'দিনের সফরে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সোমবার সাংবাদিকদের এ কথা জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তনমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জী। পুর নির্বাচনে জয়ী হতে না পারলেও তৃণমূল কংগ্রেসের একটাই লক্ষ্য ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রায় প্রতিদিনই দলের কর্মসূচি চলছে। দলের নোনাপতি অভিষেক ব্যানার্জী'র রাজ্যে আগমন ঘিরে পুনরায় তৃণমূল শিবিরে যেন উচ্ছ্বাস বেঁধে গেছে।

কারণ, আগামী ৫ জানুয়ারি আগরতলায় ‘ঐতিহাসিক’ রাজভবন অভিযান সংগঠিত হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানিয়ারে যেন উচ্ছ্বাস বেঁধে গেছে। কারণ, আগামী ৫ জানুয়ারি উদয়পুরে মহাকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায়ের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল দাবি সনদ তুলে দেয়। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সানি পাল, অনিতা দাস, রিপন মিয়া, রুবেল হোসেন, বিভূষণ দে, আজাল হক সরকার প্রমুখ। তেলিয়ামুড়াতেও

প্রতিনিধিমূলকভাবে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বেলা ১২টা নাগাদ। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। বেকারদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণ করেনি। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভেঙে পড়েছে। তেলিয়ামুড়ায় ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সুরত দত্ত, বিকাশ দেবনাথ। কৈলাসহরে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মিছিল করে মহাকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। মহাকুমাশাসক শান্তিরঞ্জন চাকমার হাতে ১৫ দফার দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়ে তৃণমূল নেতারা জানান, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে খাদ্য সামগ্রী প্রকৃত গরিবদের মধ্যে বিলি করতে হবে। এছাড়া চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের কর্মসংস্থানেরও দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কৈলাসহরের কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন অঞ্জন চক্রবর্তী, দিলোয়ার হোসেন জাকির, জিন্দুর রহমান, জাকির হোসেন প্রমুখ। একইভাবে সোনামুড়াতেও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মহাকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। নেতৃত্বে ছিলেন ইদ্রিস মিয়া, রুহুল আমিন প্রমুখ। ইদ্রিস মিয়া কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে অযোগ্য বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান। এদিনের কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সারা জাগোনা আন্দোলন করতে না পারলেও সর্বত্র তাদের যে উপস্থিতি আছে তা বুঝিয়ে দিয়েছে।



## বাম ছাত্র যুবদের গণ-অবস্থান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, কর্মসংস্থানে আউটসোর্সিং বন্ধ করার দাবিতে সোমবার শহরে সর্বত্র হয় চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন। আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে তাদের উদ্দেশ্যে দুই ঘন্টার গণ-অবস্থান সংগঠিত হয়। বাম ছাত্র সংগঠন প্রথম থেকেই শিক্ষায় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি বাম যুব সংগঠনও সরকারি দফতরে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় কর্মী বোলা দেওয়া, ১২টা থেকে শুরু হয় গণ-অবস্থান। ভাষণ রাখতে গিয়ে বাম ছাত্র যুব নেতারা বিজেপি সরকারকে ছাত্র বিরোধী এবং বেকার বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। তারা অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। অথচ তরুণী ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিবছর বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ৫০ হাজার চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ১০৩২৩ শিক্ষকদেরও চাকরিরক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। কিন্তু এখন একটি প্রতিশ্রুতিও তারা পালন করছেন না। বরং বেসরকারিকরণের দিকে ঝেঁলে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দফতরে আউটসোর্সিং-এ লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে সীমিত কর্মচারী মতোও প্রায় প্রতিবছরই কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে। কিন্তু এখন আর নিয়োগ হচ্ছে না। সব নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এক প্রকারে। বরং বেসরকারিকরণের দিকে এগুচ্ছে সরকার। এদিনের গণ-অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডিয়ার্থিএফএর রাজ্য সম্পাদক নবারণ দেব, সভাপতি পলাশ ভৌমিক, টিএসইউ'র নেতা জি. দেববর্মা, এসএফআই'র সম্পাদক সন্দীপন দেব এবং সভাপতি বিজয় বিশ্বাস।

# জোরপূর্বক জমির উপর দিয়ে রাস্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। জোরপূর্বক জোত জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করছে প্রশাসন। চড়িলাম ব্লকের বাতানমুড়া এডিসি ভিলেজ এলাকার এই রাস্তা ঘিরে স্থানীয় নাগরিকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সোমবার এলাকার মহিলারা এগিয়ে এসে রাস্তা নির্মাণের বিরোধিতা করেন। রাস্তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রহর দেববর্মা, মায়ী রানি দেববর্মা, রাজাপাল দেববর্মা, গান্ধী দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, সুশীল দেববর্মা-সহ আরও অনেকে। তাদের বক্তব্য, যদি এই রাস্তা নির্মিত হয় তাহলে প্রচুর সংখ্যক কৃষকের ক্ষতি হবে। কারণ, এই রাস্তা নির্মিত হলে জল নিষ্কাশন হবে না। এক কথায় অবৈজ্ঞানিকভাবে এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে ভিলেজ চেয়ারম্যান অবশ্য দাবি করেছেন জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। তার দাবি এলাকাবাসীকে জানিয়েই কাজ চলছে। অর্থাৎ জোরপূর্বক জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন তিনি। বাতানমুড়া ভিলেজ থেকে দক্ষিণ চড়িলাম করইমুড়া



রাস্তা পর্যন্ত শত শত কানি জমি আছে। যদি জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মিত হয় তাহলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কারণ, এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে জমির উপরে ওয়াল নির্মাণ করে। যার ফলে মাঠে বৃষ্টির জল জমলে তা বের হওয়ার সুযোগ থাকবে না। জল নিষ্কাশনের জন্য যে রাস্তার কথা বলা হচ্ছে তা কোনোভাবেই কৃষকদের দুর্দশা কমাতে সহায়ক হবে না। কৃষকরা চাইছেন রাস্তা নির্মিত হোক তবে তা কেন কারোর হস্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। পিলার দিয়ে রাস্তা নির্মিত হলে জল জমতে পারে। তাই কৃষকরা চাইছেন রাস্তা নির্মিত হলে জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাই এলাকার আইনজীবী কেশরাম দেববর্মা সাথে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেশরামবাবু এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মার সাথেও কয়েকবার এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, এলাকাবাসীর সমস্যাটুকু যেন গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমডিসি এলাকায় এসে রাস্তা নির্মাণ স্থল পরিদর্শন করেননি। এদিকে, ভিলেজ চেয়ারম্যান বিনয় দেববর্মার দাবি, রাস্তা নির্মিত হলে কৃষকদের কোনো ক্ষতি হবে না। তার নিজেরও সেখানে জমি আছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন নিজের জমির ক্ষতি হোক তা কেন চাইবেন? তাই স্থানীয়দের ভরসা রাখার কথা বলেছেন তিনি। এদিকের স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, তাদেরকে আগেই রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। এমনকী কৃষকরা কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেখাতে বলেছিলেন, কিন্তু সেটাও করা হয়নি। তাই দাবি উঠছে অবিলম্বে প্রশাসন যেন বিষয়টিতে তত্ত্বাবহ থাকে। তা না হলে কৃষকদের হাচাকারের কোনো জবাব দিতে পারবেন না প্রশাসনিক কর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা।

# বাংলাদেশি টাকা-সহ সীমান্তে আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২০ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশি টাকা-সহ বিএসএফ'র হাতে আটক পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার নাগরিক। সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ রহিমপুর সীমান্তের ১৬৫ নং গেটের ২০৫৮ নম্বরের লিটন কুমার দে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। তখনই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তিকে আশাাবাড়ি বিওপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিএসএফ আধিকারিকরা কয়েক ঘন্টা তাকে জেরা করেন। অবশেষে ভারতীয় নাগরিক তার বাংলাদেশি যাওয়ার উদ্দেশ্যের কথা জানান। লিটন কুমার দে জানান, গত এক মাস আগে বরগাও সীমান্ত দিয়ে তিনি অবৈধভাবে বাংলাদেশি গিয়েছেন। তার ব্যবসায়িক বন্ধু পার্থ এবং বৃষ্টি নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে উঠেন। সেখানে দীর্ঘ এক মাস থাকার পর তিনি ওই পথে বাড়ি ফিরতে না পেয়ে দালালদের মাধ্যমে বঙ্গনগর সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। বঙ্গনগরের বিপ্লব সরকার নামে এক দালালকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন তিনি। বিএসএফ জওয়ানরা তার কাছ থেকে বাংলাদেশি ৭৩ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করে। দালাল বিপ্লব সরকারকে বিএসএফ জওয়ানরা ধরতে পারলেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে খবর। তবে তার পালিয়ে যাওয়া

নিয়ে অন্য কথাও বলছেন নাগরিকরা। কারণ বিএসএফ'র হাত থেকে এভাবে পালিয়ে যাওয়া এতটা সহজ কাজ নয়। আটককৃত ব্যক্তিকে এদিন রাত ৯টা নাগাদ বাংলাদেশি টাকা-সহ কলমচৌড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লিটন কুমার দে জানান, তার বাড়ি ব্যাংক পুর মধ্যপাড়া এলাকায়। তার বাবার নাম অবিনাশ চন্দ্র দে। বাংলাদেশের বন্ধু পার্থর সাথে তার কাপড়ের ব্যবসা। কিছুদিন পরই নাকি লিটন কুমার দে'র মেয়ের বিয়ে। তাই বিয়ের জন্য বন্ধুর কাছ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। তবে বিএসএফ'র একটি সূত্রে জানা গেছে, লিটন কুমার দে নিজেকে যেভাবে সহজ সরল বোঝাতে চেয়েছেন ততটা তিনি নন। কারণ, বিএসএফ জানতে



পেরেছে তার বাংলাদেশি নাগরিকত্বও আছে। তাই মনে করা হচ্ছে তার বাংলাদেশে যাওয়ার পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হবে।

## গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাদিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর / উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সোমবার ধর্মনগরে অর্ধেক ভূত্যাচার স্মৃতিভবনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৫০৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে ঋণ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জিলা সভাপতি ভবতোষ দাস। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার আরএম সুবীর

সোম, ধর্মনগর শাখার সঞ্চালক নিনাদ্রি শঙ্কর ভৌমিক, বিতা দে চার্মা। উত্তর জেলায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ১৬টি শাখা আছে। এদিন ৫০৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়। একইভাবে উদয়পুরেও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করা হয় রাজর্ষি কল্যাক্ষেত্রে। সেখানেও মেগা ঋণ দান এবং আর্থিক সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের রাজ্য জুড়ে ১৪৮টি শাখা আছে।

## ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৪

2	9	5	3	1
	3	6	2	8
4	1	3	9	5
9		6		3
8	5	4	2	
4	8	3	9	2
7			3	2
6		1	5	4
1	8	9	2	7

ঋণাটী সমাধান করতে প্রতিটি ঋণীকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ গ্রুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ঋণাটী যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৮৪ এর উত্তর
4 3 6 1 7 2 8 9 5
1 8 9 4 3 5 6 2 7
7 5 2 8 6 9 1 3 4
3 9 1 2 4 7 5 8 6
8 2 5 9 1 6 7 4 3
6 7 4 3 5 8 9 1 2
5 1 3 6 8 4 2 7 9
2 4 7 5 9 1 3 6 8
9 6 8 7 2 3 4 5 1



# শপিং মলে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ ডিসেম্বর।। নাশকতার আওতনে আতঙ্ক ছড়ায় কৈলাসহরে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে শ্রীনিকেতন শপিং মলে কে বা কারা একটি স্টলে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুর আনুমানিক ৩টা নাগাদ চারতলার একটি ঘরে আগুন দেখা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভানোর কাজে লেগে যায়। দুটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। প্রায় ১ ঘণ্টারও বেশি সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাভূত্রে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপক ভট্টাচার্য

জানান, যে রুমে আগুন লেগেছে সেখানে কয়েকজন যুবক নেশার আড্ডা বসায়। কোনো এক কারণে

সময় ব্যবসায়ীরা শপিং মলের উপরে আগুন দেখতে পান। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে,

রংমের ভেতরে মদের বোতল, সিরিঞ্জ, ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট, কোরেক্স, ফেন্সিডিলের বোতল ছিল।



তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপরই আগুন লাগিয়ে তারা পালিয়ে যায়। নেশাখোর যুবকারা পালিয়ে যাওয়ার

কেউই উপরে উঠতে পারছিলেন না। প্রতি সেকেন্ডে ওই রূপে কাচের বোতল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

দীপকবাবু ফ্লোড ব্যক্ত করে আরও জানান, কৈলাসহর থানার ২০০ মিটারের মধ্যে এই শপিং মলে

দিবা-রাত্রি নেশাখোরদের আড্ডা চলে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কয়েকবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনো ধরনের ভূমিকা নেয়নি। তিনি আরও জানান, শপিং মলে ২০টি টয়লেট বাথরুম ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। কারণ নেশাখোররা সেই সব জায়গায় আবর্জনা ফেলে যায়। অবাক করার বিষয়, এত বড় শপিং মলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্যবস্থা থাকলেও সেটি অনেক বছর ধরে বিকল হয়ে আছে। ঠিক তেমনি শপিং মলে উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থা থাকলেও তা নষ্ট হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এবং প্রশাসন কবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

## চালকদের আন্দোলনে পিছু হটলো দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিবাজার, ২০ ডিসেম্বর।। যান চালক ও শ্রমিকদের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে বালি পরিবহণকারীদের সময়সীমা বৃদ্ধি করলো বন দফতর। জানা যায়, শান্তিবাজার মহকুমার অন্তর্গত জেলাইবাড়ির কাকুলিয়া ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জার শিবু দাসের দ্বারা প্রতিনিয়ত হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বালি পরিবহণকারী যান চালকদের এমনটাই অভিযোগ। রেঞ্জারবাবু যান চালকদের জানান, তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বালি পরিবহণের সময়সীমা কমিয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা করেছে। এই সময়সীমার মধ্যে বালি পরিবহণ না করলে পরবর্তী সময় যানচালককে জরিমানা ও গাড়ি আটক করে রাখা হচ্ছে। যার ফলে বালি পরিবহণকারী যান চালক ও শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে।

রবিবার এই আন্দোলনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। সোমবার পুনরায় শ্রমিকরা রেঞ্জ অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। ঘটনার পরবর্তী সময় মহকুমার বন আধিকারিক জয়মালা ভট্টাচার্য



ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে যান চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনাসভা শেষে মহকুমার বন আধিকারিক বালি পরিবহণের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধি করে ২ ঘণ্টা

ও ৩ ঘণ্টা করে দিয়েছে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের কাজ শুরু করতে শিবু দাস এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই বিষয়টি এসডিএফও জয়মালা

ভট্টাচার্য জানান পর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মহকুমার বন আধিকারিকের এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পুনরায় খুশির বাতাবরণ বইছে শ্রমিক ও বালি পরিবহণকারী যান চালকদের মধ্যে।

## ক্ষুব্ধ যান চালকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। বালির ভাট্টাইলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বালি পরিবহণকারী যান চালকদের। ঘটনা চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের সামনে। বিগত বহুদিন ধরেই চলছে এমন অবস্থা। সাধারণত বালিরবাট থেকে যে সমস্ত যানবাহন ফরেস্টের কেরিং লাইসেন্স নিয়ে বালি টানে সে সমস্ত গাড়িগুলোকে আবার বালি নিয়ে যাবার সময় ফরেস্ট অফিস থেকে বালির ভাট্টাইল কাটতে হয়। এটা বন দফতরের নিয়ম। কিন্তু চড়িলাম ফরেস্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে অফিস খুলে না বলে অভিযোগ। নিয়ম অনুযায়ী হয় চট্টা অফিস খুলে বালির ভাট্টাইল দিতে হয়। অফিস টাইমে যাতে জাতীয় সড়কে ভিড় না হয় তার জন্য সাধারণত বালির গাড়ি গুলো ভোরবেলা থেকে বালু কেরিং শুরু করে দেয়। চড়িলাম ফরেস্ট অফিসের সামনে প্রতিদিন ঘটনার পর ঘটনা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বালির গাড়ি গুলোকে। সোমবার দিন একই চিত্র ধরা পড়েছে। দুই থেকে তিনটি বালির গাড়ি ভোর চারটা থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় বালির গাড়ির জলে হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। কোন প্রকার হেলদোল নেই চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কর্মীদের। এমনটাই অভিযোগ বালির গাড়ির চালকদের। তাদের দাবি সরকার নিয়ম মেনে সকাল ৬টা থেকে বালির ভাট্টাইল দেওয়া হোক। এদিকে সুকান্ত ও অর্চনার মর্জিমফিকে রেঞ্জ অফিস চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

## ব্রিজের বেহাল দশায় এলাকাবাসী চিন্তিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। ব্রিজের বেহাল দশায় চিন্তায় এলাকাবাসীরা। সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানানোও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার জনগণ। ঘটনা জম্মুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার নিদান কোবড়া পাড়ায়। এখানে রাঙ্গা পানিয়া নদীর উপরস্থিত ব্রিজটির অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। চলাফেরা করাই এখন দায়। ব্রিজের দুই দিকের মাটি ধসে পড়ে গিয়েছে নদীতে। এলাকাবাসী চাঁদা সংগ্রহ করে দুই দিকে বাঁশ দিয়ে মাটি ফেলেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে অকালবর্ষণে সেই মাটিগুলো ধসে নদীতে চলে গিয়েছে। যেকোনো সময় ব্রিজটি নদীতে ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে এলাকাবাসী আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। বহুবার প্রশাসনিক কর্তা সহ এলাকার বিধায়ককে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ভীষণ ক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ। এই এলাকায় প্রায় ৮০ থেকে ১০০ টি পরিবারের বসবাস। রয়েছে প্রমোদনগর দ্রাশ শ্রেণি বিদ্যালয়। এই বেহাল ব্রিজের উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত চলাফেরা করছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে মহিলা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অভিভাবক সবার। প্রত্যেকের দাবি অতি দ্রুত ব্রিজটি সারাই করে দেওয়া হোক। না হলে দিন দিন গ্রামের মানুষের সমস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। এই ব্রিজটিকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় আন্দোলনমুখর হতে পারে এলাকাবাসীরা এমনটাই অসমর্থিত সূত্রের খবর।

## বানরের উৎপাতে নাজেহাল বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড় / কমলাসাগর, ২০ ডিসেম্বর।। সাধারণ মানুষ তো বটেই বানরের উৎপাতে এখন নাজেহাল হয়ে পড়েছেন খেদ বিধায়কও। কমলাসাগরের বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী বিষয়টি নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। তার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাথারিয়াদ্বার, খামারহাটি, নগরপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কৃষকদের ধান থেকে শুরু করে সবজি ক্ষেত পর্যন্ত নষ্ট করে দিচ্ছে বানরের দল। বাড়িঘরে ঢুকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে বানর সেনা। বিধায়ক জানিয়েছেন, রবিবার তার বাড়িতে কয়েক হাজার বানর এসে হাজির হয়। তারা যে যার মত করে এই সম্পর্কে আগে একাধিকবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা



লাগানো সবজি ক্ষেত নষ্ট করে ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের খাবার সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। সেই ঘটনার পর বানরের আক্রমণের ভয়ে তিনি ওই সময় দরজা বন্ধ করে ঘরে বসেছিলেন। তার অভিযোগ, বন দফতর কর্তাদের এই সম্পর্কে আগে একাধিকবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা

কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যদি বানরের উৎপাদন এভাবে চলতে থাকে কৃষকরা চাষ বন্ধ করে দেবেন। আর এমনটা হলে সবজির দাম বেড়ে যাবে। তাই নাগরিকদের মত বিধায়কও দাবি জানিয়েছেন বন দফতর যেন অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

## সাড়ে ৪ টন রাবার শিট চুরি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে চুরির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমন একদিন বাদ নেই যেদিন চুরি সংঘটিত হচ্ছে না। একশ্রেণির দক্ষৃতিকারীরা এ ধরনের চুরি কাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে।

আবারো চুরির ঘটনা ঘটলো একটি রাবার শিট এর দোকানে। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ধ্বজনগর মারুতি শোরুম সংলগ্ন রয়েল রাবার দোকানে। রবিবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে দোকানের মালিক কোরবান আলির ধারণা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকালে দোকানের ম্যানেজার আমির আলি দোকান খুলে দেখতে পান দোকান মজুত রাধা প্রায় সাড়ে ৪ টন রাবার শিট উধাও হয়ে গেছে। দোকানের পেছন দিকের দরজা ভাঙা অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। খবর পেয়ে দোকানের মালিক দোকান ছুটে আসেন এবং আরেকপূর থানায় খবর দেয়া হয়। দোকানের মালিক জানিয়েছেন, আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকার রাবার শিট চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনাস্থল সেরেজমিনে পরিদর্শন করে তদন্তের স্বার্থে ম্যানেজার আমির আলিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়।

## যান দুর্ঘটনায় আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ ডিসেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় আহত তিন শ্রমিক। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন ময়নামা ২ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায়। আহতরা করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। জানা যায়, সোমবার সকালে ভাড়া বাড়ি থেকে অটো করে কাজে যাওয়ার সময় অটোগাড়টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঠামুড়া এসবি স্কুলের নিকট এসে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুৎ খুঁটিতে ধাক্কা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :-20/EE-BRG/PWD/2021-2022,

Dated, 16/12/2021

Separate sealed **item rate** tender(s)/s/are invited on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" from **owner** or enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied suppliers/Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and P&T for **hiring of Maruti Van (EECO/OMNI-PETROL)** upto **3.00 P.M of 31/12/2021** for the following work :-

Sl. No.	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Time for Completion
1	Construction of Single storied 10(ten) bedded Primary Health Centre(PHC) building at existing Dayaram para PHC under jampuijala Sub-Division, Sepahijala District, Tripura under NHM/SH :- Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works/Contingency Fund /Hiring of vehicle for the use of office of the <b>SDO, PWD(R&amp;B)Bishramganj Sub-Division,</b>	₹ 2,18,400/-	₹ 2,184/-	₹ 1000/-	<b>08 (Eight) Months</b>

**DNITNo. 32/VEH/EE-BRG/PWD /2021- 2022**

**N.B :** Tender Forms may be collected from the Office of the SE, 4th Circle, Agartala/EE, Mechanical Division, Agartala & Office of the undersigned during the office hour.

**Last date of receiving application for issue of tender Form up to 4.00 P.M. of 27/12/2021**  
**Last date of selling tender Form up to 4.00 P.M. of 28/12/2021.**  
**Tender documents can also be seen in the office of the undersigned during office hours.**

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/- Illegible  
(Er. N.C.Ghosh)  
Executive Engineer  
Bishramganj Division, PWD(R&B).  
Bishramganj Sepahijala  
Tripura  
Phone No. 2867412

ICA-C-3035/21

TENDER NOTICE FOR HIRING OF VEHICLE	
The Chief Executive Officer (CEO), TRIPURA CAMPA, Aranya Bhawan, Pandit Nehru Complex, Kunjaban, Agartala invites sealed tender for hiring of 1(one) nos. vehicle for official use from the reputed traders /institutions / organizations. The details of tender notice for hiring of vehicle may be available in the State portal, departmental website and Notice board of PCCF's office at Gurbakbasti, Agartala. The last date for receipt of the tender is <b>30/12/2021 up to 4:30 P.M.</b>	
Sd/- Illegible (Paushali Roy) Deputy Conservator of Forests Tripura CAMPA	
ICA-C-3028-21	

PNlie-T NO. 28/EE/DWS/KD/2021-22 Dt. 16/12/2021	
(1) DNlie-T No. 233/EE/DWS/KD/2021-22 (2nd call)	
(2) DNlie-T No. 243/EE/DWS/KD/2021-22	
(3) DNlie-T No. 244/EE/DWS/KD/2021-22	
(4) DNlie-T No. 245/EE/DWS/KD/2021-22	
(5) DNlie-T No. 246/EE/DWS/KD/2021-22	
(6) DNlie-T No. 247/EE/DWS/KD/2021-22	
(7) DNlie-T No. 248/EE/DWS/KD/2021-22	
(8) DNlie-T No. 249/EE/DWS/KD/2021-22	
(9) DNlie-T No. 250/EE/DWS/KD/2021-22	
(10) DNlie-T No. 251/EE/DWS/KD/2021-22	
(11) DNlie-T No. 252/EE/DWS/KD/2021-22	
(12) DNlie-T No. 253/EE/DWS/KD/2021-22	
(13) DNlie-T No. 254/EE/DWS/KD/2021-22	
(14) DNlie-T No. 255/EE/DWS/KD/2021-22	
(15) DNlie-T No. 256/EE/DWS/KD/2021-22	
(16) DNlie-T No. 257/EE/DWS/KD/2021-22	
(17) DNlie-T No. 258/EE/DWS/KD/2021-22	
(18) DNlie-T No. 259/EE/DWS/KD/2021-22	
(19) DNlie-T No. 260/EE/DWS/KD/2021-22	
(20) DNlie-T No. 261/EE/DWS/KD/2021-22	
(21) DNlie-T No. 262/EE/DWS/KD/2021-22	
(22) DNlie-T No. 263/EE/DWS/KD/2021-22	
(23) DNlie-T No. 264/EE/DWS/KD/2021-22	
(24) DNlie-T No. 265/EE/DWS/KD/2021-22	
(25) DNlie-T No. 266/EE/DWS/KD/2021-22	
(26) DNlie-T No. 267/EE/DWS/KD/2021-22	
(27) DNlie-T No. 268/EE/DWS/KD/2021-22	
(28) DNlie-T No. 269/EE/DWS/KD/2021-22	

Period of downloading of bidding documents at :-

**21/12/2021 to 12/01/2022**

Deadline for online Bidding :- **12/01/2022** up to 15.00 Hours  
Date & Time of opening Bid :- **13/01/2022** up to 12.00 Hours  
Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat.

For details please contact to the office of the undersigned.

For details please visit :- [www.tripuratenders.gov.in](http://www.tripuratenders.gov.in)

**FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA**

Sd/- Illegible  
Executive Engineer  
DWS Division, Kumarghat,  
Unakoti Tripura.

ICA-C-3022-21

## প্রচারের বাইরে মেধাবী সায়ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বামুটিয়া ব্লকের মাস্টারটিলার বাসিন্দা যোগেন্দ্র দাস ও মণি দাসের ছেলে সায়ন দাস। গান্ধীগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রেও তার প্রতিভা আছে। অথচ সবকিছুই প্রচারের বাইরে। রাজ্যে সেন্স ডিফেন্স বা আত্মরক্ষার কৌশল বেশ সুনামের সাথে চললেও সায়ন নিজেও যে এমন প্রতিভা অর্জন করে রেখেছে যা অনেকের কাছেই অজানা। কারাটে বা তাইকুডু এই সময়ে জনপ্রিয় খেলা। সায়ন কারাটেতে বিশেষ দক্ষতা অথাৎ ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন



করে রেখেছে। এবার তার আয়ত্তে নতুন কৃতিত্ব অনূর্ব-১৫ জাতীয় স্তরের কারাটে প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত স্বর্ণ পদক। গত ৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের শিবপুরে অনুষ্ঠিত হয় অনূর্ব জাতীয় কারাটে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে গান্ধীগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্র। সেখানে সব প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক অর্জন করে। যা নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের জন্য গৌরবের। অথচ অনেকের কাছেই বিষয়টি অজানা থেকে গেছে। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও সায়নের পরিবার চাইছেন রাজ্য সরকার যেন তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। যাতে করে আন্তর্জাতিক স্তরেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে পারে।

## আত্মঘাতী

## ২২ বছরের বধু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। ২২ বছরের গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা। বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। ঘটনার পর ওই গৃহবধুকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে ওই গৃহবধু চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্বামীর হাতে নির্মাতনের শিকার হয়ে গৃহবধু আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি করবি ফুলের গোটা খেয়ে বারাদপা ছটকট করছিলেন। তখনই পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। গৃহবধুর দুটি সন্তান আছে। তারাও মায়ের এই অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পড়ে। গৃহবধুকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে পরবর্তী সময় জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।



## জানা ওজানা

# স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং অর্ধ-স্বচ্ছ

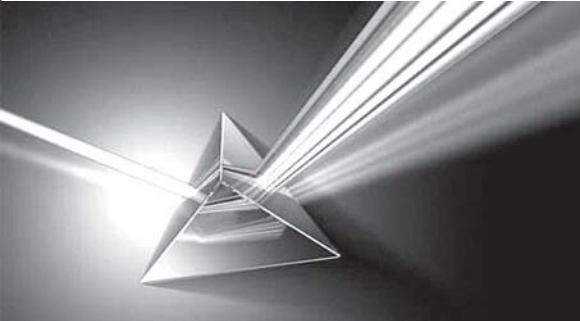
সূর্য ডুবে যায়, অর্ধেক পৃথিবীর ওপর অন্ধকার নেমে আসে, দৃশ্যমান বস্তুগুলো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার সকাল হয়, সূর্যোদয় হয় জগৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। বস্তুগত পৃথিবী আবারও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কী অপূর্ণ প্রকৃতির এ রকম বিন্যস্ত নিয়মগুলো। আলোর ওপরই প্রকৃতির নিয়মগুলো, প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের চারপাশে কত রকম বস্তুই তো দেখি। বই, খাতা, কলম, টেবিল, দরজা-জানালা, দেয়াল, গাছপালা, মাটি, জল, মানুষ, পশুপাখি, বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব বস্তু, চাঁদ, সূর্য, তারা ইত্যাদি। এই সব ধরনের বস্তুকে আমরা তিন রকমভাবে দেখি স্বচ্ছ, অল্প স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ যেকোনো ধরনের বস্তুই প্রয়োজনীয়। কখনো কি প্রশ্ন জাগে, কোনো বস্তু কেন স্বচ্ছ হয়? অথবা কেন অস্বচ্ছ? জল বা কাচ স্বচ্ছ পদার্থ। আবার লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, রূপা কেন অস্বচ্ছ? আমরা কীভাবে এই স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছতার ব্যাখ্যা দিতে পারি? এর ব্যাখ্যা আসলে আলোর মাঝেই আছে। তাহলে আলোর কাছেই ফিরে যাওয়া যাক।

সূর্যের আলোয় সাতটি রং আছে। বস্তুর ওপর এই আলো এসে পড়লে তিনটি ব্যাপার ঘটিতে পারে। ১) আলো বস্তু দ্বারা শোষিত হয় ২) বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে আলো ঠিকরে পুনরায় ফিরে আসে অর্থাৎ প্রতিফলন ঘটে এবং ৩) বস্তু ভেদ করে আলো বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ আলোর প্রতিসরণ ঘটে।

বস্তু ধর্মই হচ্ছে আলো শোষণ করা, প্রতিফলন করা ও প্রতিসরণ করা। সুতরাং এই তিনটি ক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতার আসল গল্প। এবার একটু ভেবে

তাহলে পানি বা কাচ দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কেন দেখতে পাই? আসলেই দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ওই যে বলা হলো আলোর প্রতিফলনের কথা। স্বচ্ছ পদার্থগুলো সামান্য আলো প্রতিফলন ঘটায়, তাই দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কাচ আলোর কতটুকু প্রতিসরণ ঘটাবে, তা নির্ভর করে কাচের পুরুত্ব ও বিসৃদ্ধতার ওপর। প্রকৃতিতে এমন বিশুদ্ধ ও পুরুত্ববিশিষ্ট কাচ বা প্রতিসারক পদার্থ নেই, যা সম্পূর্ণ আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে পারে। তবে প্রায় সম্পূর্ণ আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে পারে পরীক্ষাগারের সে রকম বিশেষ কাচ তৈরি করা যায়।

প্রশ্ন জাগতে পারে, পানি তাহলে বর্ণহীন কেন? পানি আসলে নির্দিষ্ট রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে না। পানি যেটুকু আলোর প্রতিসরণ ঘটায়, সবটুকুতেই সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মিশ্রণ থাকে। তেমনি যেটুকু আলোর প্রতিফলন ঘটায়, তাতেও সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মিশ্রণ থাকে। আর সামান্য কিছু আলো শোষণ করে, সেখানেও সাতটি রঙের আলোকরশ্মিই থাকে। কাজেই পানি স্বচ্ছ এবং একই সঙ্গে দৃশ্যমান ও বর্ণহীন। স্বচ্ছতার বিপরীত হলো অস্বচ্ছতা। তাই বস্তুর অস্বচ্ছতার কারণটা নিশ্চয়ই এখন বোঝা যাচ্ছে অস্বচ্ছ পদার্থ আলোর কোনোরূপ প্রতিসরণ ঘটায় না। এবার অন্য একটি বস্তুর ওপর সূর্যের আলো ফেলা হলো। ধরা যাক, বস্তুটি সূর্যের সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মধ্যে কোনোটিরই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটায় না। সব কটি আলোকরশ্মি শোষণ করে নেয়, এমনকি আপতিত আলোর পুরোটুকুই শোষণ করে ফেলে,



দেখা যাক, কোনটা ঘটলে বস্তু স্বচ্ছ, আর কোনটা ঘটলে অস্বচ্ছ দেখাবে। প্রথমে আসি শোষণ ও প্রতিফলনে। কোনো বস্তুর ওপর সূর্যালোক পড়লে বস্তুটি যদি আলো শোষণ না করে সম্পূর্ণ আলোটুকুর প্রতিফলন ঘটায়, তাহলে বস্তুটি পুরোপুরি সাদা দেখা যাবে। আবার বস্তুটি যদি আপতিত আলোর কিছু পরিমাণ শোষণ করে বাকিটুকুর প্রতিফলন ঘটায়, তাহলে বস্তুটি রঙিন দেখাবে। এই রঙিন দেখানোর ব্যাপারটা নির্ভর করে বস্তুটি কোন কোন রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে, আর কোন কোন আলো শোষণ না করে প্রতিফলন মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। যেমন গাছের পাতায় যখন সূর্যালোক পড়ে, তখন সেই পাতা ছয়টি রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে নেয়। আর সবুজ রঙের আলোকরশ্মি প্রতিফলনের মাধ্যমে আমাদের চোখে পাঠিয়ে দেয়, তখন আমরা পাতাটা সবুজ দেখি। এবার আসি প্রতিসরণে। ধরা যাক, বস্তুটি আপতিত আলোটুকু শোষণ করল না, আবার প্রতিফলনও করল না, পুরো আলোটুকুই প্রতিসরণ করল, এ অবস্থায় আমরা বস্তুটি দেখতে পাব না। কারণ বস্তুটিকে দেখতে হলে আলোর প্রতিফলন দরকার। কিন্তু এবার তা হয়নি। ঠিক এই অবস্থাকে বলে স্বচ্ছতা। বস্তুটিকে দেখতে পাব না, কিন্তু বস্তুটির অপর পাশে যা থাকবে, তা সবই দেখা যাবে এই স্বচ্ছতার কারণে। পানি বা কাচ এ কারণেই স্বচ্ছ পদার্থ। এখন পাঠকের মস্তিষ্কে নিশ্চয় একটা জোরালো প্রশ্ন উকি দিচ্ছে, পানি ও কাচ স্বচ্ছ,

এ অবস্থায় বস্তুটি কেমন দেখাচ্ছে? অবশ্যই কুচকুচে কালো দেখাবে। 'কালো দেখাচ্ছে' এমন বলা যায় না। আমরা আসলে বস্তুটিকে দেখতেই পাব না। আগেই বলা হয়েছে, কোনো বস্তুকে দেখার ব্যাপারটা নির্ভর করে ওই বস্তু থেকে আলোর প্রতিফলনের ওপর। কালো মানে আসলে রঙের অভাব। এটা কোনো রং নয়। সম্পূর্ণ আলো প্রতিসরণ করলে যেমন বস্তুটিকে দেখা যাবে না। ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ আলো শোষণ করলে সে বস্তুও দেখা যাবে না। সম্পূর্ণ আলো শোষণ করার ক্ষমতা আছে, এমন বস্তুর উপস্থিতি পৃথিবীতে আদৌ পাওয়া যায়নি। তবে মহাবিশ্বের কৃষ্ণগহ্বরগুলো আলো শোষণ করে পুরোপুরি, আবার বিকিরণ ঘটায় মতো সমূহ কারণ থাকলেও সেই বিকিরিত আলোও বেরিয়ে আসতে দেয় না। টেনে এনে নিজের কাছেই রেখে দেয়। এ জন্য কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব টের পাওয়া বেশ কঠিন। বিভিন্ন বস্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রদর্শনের কারণ কী? বস্তুর এমন ধর্মের কারণ হচ্ছে, তাদের পারমাণবিক গঠন। এতক্ষণ যে আলো শোষণ, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কথা বলা হলো, তার সবকিছুর পেছনেই ইলেকট্রনের কারসাজি রয়েছে। ইলেকট্রন আলোকরশ্মি শোষণ করলে প্রতিসরণ বা প্রতিফলন হয় না, আবার শোষণ না করলে প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণ হয়। আমরা পৃথিবীতে যে এত রং দেখি, সবকিছুই আসলে আলোকরশ্মির বিভিন্ন রঙের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# আপত্তি সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ ভোটের-আধার সংযুক্তির বিল



নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর। এবার আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে ভোটার কার্ডও। সোমবার নির্বাচনি সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। বিরোধীরা এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাতে যদিও খুব একটা লাভ হয়নি। শুধু আধার—ভোটার লিঙ্ক করা নয়, নির্বাচন সংক্রান্ত আরও তিনটি নিয়মও বদলানো হবে এবার। কেন্দ্রের দাবি, এতে মজবুত হবে নির্বাচন কমিশনের হাত। কমবে ভুয়ো ভোটার। বিরোধীরা একেবারেই এই দাবি মানছে না। তারা বলছে, এতে আদতে ভুয়ো ভোটার বাড়বে। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধার্মের লোকসভায় বললেন, 'দেশবাসীর ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল আধার। নাগরিকত্বের প্রমাণ এটা নয়। এবার

ভোটারদের কাছে আধার কার্ড দেখাতে চাওয়া হলে, তাঁদের বাসস্থানের নথিই পাবেন। এভাবে আসলে নাগরিক নয় এমন অনেকেই ভোটারদের অধিকার দিচ্ছেন।' কংগ্রেসের আর এক সাংসদ মণীশ তিওয়ারির দাবি, 'ভোটদান সকলের আইনি অধিকার। ভোটার আর আধারের লিঙ্ক করানো তাই অনুচিত।' তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র এবার নির্বাচনি প্রক্রিয়াতেও নাক গলাচ্ছে। আমি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি।' মোদি সরকার যদিও বলেছে, বিরোধীদের এই প্রতিবাদ ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণে রিজিজ বললেন, 'কেন্দ্র ভুয়ো ভোট রুখতে চায়। এক্ষেত্রে বিরোধীদের

সরকারকে সমর্থন করা উচিত।' এদিন বিরোধীদের হাইচইয়ের কারণে অন্তত ২ ঘণ্টার জন্য মূলতুবি হয়ে গিয়েছে অধিবেশন। সরকারের এই দাবি মানেনি এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি জানিয়েছেন, সরকারের এই পদক্ষেপ একেবারেই ভুল। তিনি জানিয়েছেন, 'এই বিল পাশ হলে এদেশের বহু মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন।' এদিকে এদিন নির্বাচনি আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২১ পেশের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের পদত্যাগের দাবিতেও সরব হলেন তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সাংসদরা। লখিমপুর-কাণ্ডে মন্ত্রীর ছেলে আশিস মিশ্র অভিযুক্ত হয়েছেন। আপাতত জেলবন্দি রয়েছে তিনি। একইভাবে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা কয়েকজন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করেছে। তাঁদের মুক্তির দাবিতেও সংসদে সরব হতে দেখা গেল ডিম্রাকে ও কংগ্রেসকে। সব মিলিয়ে বিরোধী হস্তায় দফায় দফায় মূলতুবি হয়েছে সংসদের দুইকক্ষ। বিজেপি সাংসদদের অভিযোগ, সংসদ অচল রাখতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইই-হটগোল করছে বিরোধীরা।

## লামার সাথে মোহন ভাগবত

ধরমশালা, ২০ ডিসেম্বর। চিনের অগ্রাসনমুক্ত তিব্বতের পাশে আছে ভারতের মানুষ, ধরমশালায় তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে নির্বাসিত স্বাধীন তিব্বত সরকারের প্রতিনিধিদের আশস্ত করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। সোমবার ধরমশালায় ম্যাকলিডাউগঞ্জে নোবেলজয়ী তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার বাসস্থানে তাঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা খানেক বৈঠক করেন সংঘ প্রধান। 'হাই প্রোফাইল' বৈঠকের পর নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মুখপত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন ভাগবত। পরে নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট পেনপা সেরিং সাংবাদিকদের জানান, চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন দলাই লামা। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান ভাগবত দেখা করেন ওঁর সঙ্গে। শেরিং বলেন, "সংঘ প্রধান বলেছেন, ধরমশালায় যখন তিনি



এসেছেন তখন দলাই লামার সঙ্গে দেখা করাটা স্বাভাবিক। অপরপক্ষে দলাই লামাও মোহন ভাগবতের মতো জননেতার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করে খুশি।' নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট শেরিং আরও বলেন, "এই সুযোগে ভারত সরকার ও ভারতের সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ পেলেন অসংখ্য তিব্বতি মানুষের প্রতিনিধি।" শেরিং নিজে যদিও

দলাইলামা-ভাগবতের বৈঠকে ছিলেন না, তবে তিনি বলেন, "আমি বৈঠকে না থাকলেও আন্দাজ করতে পারি, যেহেতু দু'জনেই অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের কথাই হয়েছে।" পরে শেরিং ও নির্বাসিত তালিবান সরকারের মুখপাত্র সোনাম

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## দেড় লক্ষ কোটি বাড়তি আয় কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর। পেট্রোল—ডিজলে শুষ্ক মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের নান্দিস্বাস যখন বাবদ কেন্দ্রের রাজস্বের ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের তুলনায় দেড়গুণের বেশি বেড়েছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে। অর্থাৎ বিরোধীরা এতদিন ধরে যে দাবি তুলছিল, সংসদে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির প্রস্তাব জবাবে কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান সেসবাইই প্রমাণ করছে। অভিষেক জানতে চেয়েছিলেন ২০২০-২১ অর্থবর্ষে কেন্দ্র? পাশাপাশি তাঁর প্রশ্ন ছিল, চলতি অর্থবর্ষে পেট্রোপণ্যে কত টাকা কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে সরকার? জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক বলেছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পেট্রোপণ্যের কর বাবদ কেন্দ্র আদায় করেছে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। আর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই কয়ের অঙ্ক ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। পেট্রোপণ্যের

মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের নান্দিস্বাস যখন উঠছিল, সে বছরই কেন্দ্র পেট্রোপণ্যের শুষ্ক বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি আয় করেছে। এটা ঘটনা, করোনার সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজস্বের কমে যাওয়ায় পেট্রোল ও ডিজেলের উপর বাড়তি শুষ্ক বাবদ কেন্দ্র। সেই সঙ্গে বসানো হয়েছিল বাড়তি সেস। কিছুদিন আগে কেন্দ্র শুষ্ক কমানোর আগে পর্যন্ত পেট্রোল-ডিজলে কর বাবদ কেন্দ্র পাচ্ছিল ৬৩ শতাংশ, রাজ্য পাচ্ছিল ৩৭ শতাংশ। এখন পেট্রোল ও ডিজেলের শুষ্ক কমিয়েছে কেন্দ্র। বিজেপি শাসিত প্রায় সব রাজ্য সেই পথ অনুসরণ করেছে। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির অধিকাংশই ভ্যাট কমাতে পারেনি। যা নিয়ে বিজেপি আদায় করেছে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। বিরোধীদের আক্রমণও করেছে। বিরোধীরা পাল্টা বলেছে, পেট্রোল-ডিজেল থেকে বিপুল আয় করছে সরকার। তাই সামান্য কমলেও সমস্যা হবে না।

## লাইফ স্টাইল

# শীতে বাড়াবাড়ি মাথাব্যথা কেন হয়?



## এর থেকে মুক্তি পেতে কী করবেন?

শীত আসলেই মনে মনে উৎসবের মরসুমের জন্য তৈরি হই আমরা।

সমস্যা নিয়েও। অনেকেরই এই সময় ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়, কারও কারও আবার হাঁপানির সমস্যা হয়। সঙ্গে আরেকটা সমস্যাও একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে, সেটা হল মাথাব্যথা। যখন-তখন সেটা শুরু হয়, আর কবার নামই নেয় না। শীতে সাধারণত অনেকেরই কোল্ড সিম্‌মুলাস হেডেক হয়। এটাকে আবার আইসক্রিম হেডেকও বলা হয়। নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার কারণে, আইসক্রিম বা ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ার কারণে বা

কান-মাথায় ঠাণ্ডা লাগার জন্য এই ধরনের ব্যথা হয়ে থাকে। আর তাই আপনারও এই সমস্যা থাকলে বাড়ির বাড়দের কথায় মেনে কান আর মাথা ঢেকেই রাখুন। পাশাপাশি শরীর অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়া, ঘুমের সময় পরিবর্তন এমনকী আপনার খাদ্যভাঙ্গা হঠাৎ পরিবর্তনও এই ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শীতে আরেক ধরনের মাথাব্যথার সমস্যা দেখা যায়। যা সাধারণত ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসেই হয়। এটাকে

বলে ক্লাস্টার হেডেক। অনেকেই শীতের এই সময়ে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ রাখেন। ঘরে হিটার চলে। ঘরে ঠিকঠাক হওয়া বাতাস না চলাচল করার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে। মাথাব্যথা এড়াতে কী করবেন? ঠিক করে খাওয়া-দাওয়া করা, সঠিক গরম কাপড় নির্বাচন, জল বেশি করে খাওয়া, স্নান করা সময়মতো, সময়মতো ঘুমের মাধ্যমে আপনি মাথাব্যথা দূরে রাখতে পারেন। দেখুন কী করবেন--

বলে ক্লাস্টার হেডেক। অনেকেই শীতের এই সময়ে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ রাখেন। ঘরে হিটার চলে। ঘরে ঠিকঠাক হওয়া বাতাস না চলাচল করার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে। মাথাব্যথা এড়াতে কী করবেন? ঠিক করে খাওয়া-দাওয়া করা, সঠিক গরম কাপড় নির্বাচন, জল বেশি করে খাওয়া, স্নান করা সময়মতো, সময়মতো ঘুমের মাধ্যমে আপনি মাথাব্যথা দূরে রাখতে পারেন। দেখুন কী করবেন--

ঘরে হাওয়া-বাতাস চলাচল ঠির রপতে এক্সস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে পারেন। ঘর খুব শুষ্ক হয়ে পড়লে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। রাতে ঠিক করে ঘুমান। সময় মতো খান। স্বাস্থ্যকর খাবার খান। শরীরের আদ্রতা বজায় রাখতে বেশি করে জল খান, স্নান করুন। খুব বেশি চা বা কফি না খাওয়াই ভালো। ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার খান, যেমন দুধ আর মাছ। দরকার পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট এক্সারসাইজ করুন।



# বড় রানের পথে অন্ধ্রপ্রদেশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : প্রথম তিন ম্যাচে বোলাররা দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। কোচবিহার টুফির চতুর্থ ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম দিন বোলাররা খুব খারাপ পারফরম্যান্স করেছে এমন নয়। তবে বোলিং পরিবর্তনে অপেশাদারিহ্বের খেসারত দিতে হলো। বিশেষ বোলারকে দিয়ে অতিরিক্ত বল করানো কিংবা ইনফর্ম বোলারকে কয়েক ওভার বল করিয়ে সরিয়ে দেওয়া এসব করতে গিয়েই অন্ধ্রপ্রদেশের বড় রানের ইনিংস গড়ার পথ প্রশস্ত করলো অনূর্ধ্ব ১৯ দল। দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক সহ মোট আট জন বোলার এদিন বল করলো। অথচ সফল বোলারদের কয়েক ওভার হাত ঘুরানোর সুযোগ দিয়েই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই এটা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, টিম ম্যানেজমেন্টের প্রধান স্তম্ভ হলেন কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র)। টিসিএ-র তে যারা বসে আছেন তাদের চেয়ে ক্রিকেটটা অনেক ভালো বোঝেন এবং জানেন। প্রতিভা চিনতে তার ভুল হবে না

এটাই স্বাভাবিক। তাহলে বিশেষ বোলারকে দিয়ে অতিরিক্ত বল করানো কিংবা অন্য কোন বোলারকে দিয়ে কম বোলিং করানোর নির্দেশ দিতে কে বাধ্য করলো? বিষয়টা অবশ্যই রহস্যময়। চলতি কোচবিহার টুফিতে টিসিএ সম্ভবত রাজ্য দলের সাফল্য চায়নি। যেভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে বাইরের হস্তক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই হয়েছে। অথচ টিসিএ-র কোন হেলদোল নেই। দলটির ব্যাটিং যেহেতু দুর্বল তাই বোলারদেরই যা কিছু করতে হচ্ছে। অথচ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে বোলিং পরিবর্তনে অপেশাদারিহ্বের কারণে প্রথম দিনেই ম্যাচ প্রায় হাত থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রথম দিনের শেষে পুরো ৯০ ওভার বোলিং করে ৬ উইকেটে ২৯৩ রান করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ। দুই ইনিংস মিলিয়েও এই রানটা ত্রিপুরা করতে পারবে এমন নিশ্চয়তা নেই। পাশাপাশি তাদের হাতে রয়েছে আরও ৪টি উইকেট। অর্থাৎ রান আরও বাড়বে। বলা যায়, প্রথম দিনেই ব্যাকফুটে অনূর্ধ্ব ১৯ দল। সোমবার দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে

টসে জিতে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার সুবন-কে মাত্র ৯ রানে ফিরিয়ে দেয় সন্দীপ সরকার। এরপর ভেঙ্কট রাঙ্কল এবং রাজু ইনিংসের হাল ধরে। সাবলীল মেজাজে খেলে দলকে ১১৬ রানে পৌঁছে দেয় এই জুটি। রাজু ৫০ রানে সৌরভ দাসের বলে ফিরে যায়। ভেঙ্কট-কে ৫৩ রানে তুলে নেয় অর্কজিৎ দাস। এরপর আবার অন্ধ্রপ্রদেশ শিবিরে অযাচ হানে অর্কজিৎ। রোসন পবন কুমার-কে মাত্র ৩ রানে ফিরিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার বোলাররা দ্বিনের শেষে জি হেমন্ত রেড্ডি (৭৯), এমকে দত্তা (৫৯) মজবুত জুটি গড়ে তুলে। এরপর আর সুবিধা করতে পারেনি ত্রিপুরায় বোলাররা। দ্বিনের শেষে জি চাশ্চি ২৪ রানে অপরাজিত আছে। পুরো ৯০ ওভার ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ২৯৩ রান করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ। মাত্র ৬ বোলিং করার সুযোগ পেলেও দলের সেরা বোলার নিঃসন্দেহে অর্কজিৎ। ৬ বোলিং করে ২টি উইকেট তুলে

নিয়েছে। সৌরভ দাস ২০ ওভার বোলিং করে তুলে নিয়েছে ২টি উইকেট। সন্দীপ সরকার ২০ ওভার বোলিং করে পেয়েছে ১টি উইকেট। আর দেবরাজ দে ১৬ ওভার বোলিং করে ১টি উইকেট পেয়েছে। দুর্লভ রায় ১২ ওভার এবং রির্জিজ দাস ১১ ওভার বোলিং করেছে। দলনায়ক আনন্দ ৪ ওভার এবং মশালার সহযোগিতায় রানিরবাজার বিদ্যামন্দির মাঠে শুরু হতে চলেছে এক মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা। যে সমস্ত দল এতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে ৩ জানুয়ারির মধ্যে ১ হাজার টাকা এন্ট্রি-ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। নাম নথিভুক্তির সময় মোবাইল নম্বরও দিতে হবে। টিএফএ-র গাইড লাইন অনুযায়ী এবং টিএফএ-র রেফারি দ্বারা প্রতিটি ম্যাচ পরিচালিত হবে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি। রানাসংআপ দল পাবে ৪০ হাজার টাকা ও টুফি। এছাড়া প্রতিটি ম্যাচে দেওয়া হবে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারকে দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা ও টুফি।

## রানিরবাজারে মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে রানিরবাজার প্লে আন্ড গুয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং লংতরাই গুন্ডা মশালার সহযোগিতায় রানিরবাজার বিদ্যামন্দির মাঠে শুরু হতে চলেছে এক মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা। যে সমস্ত দল এতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে ৩ জানুয়ারির মধ্যে ১ হাজার টাকা এন্ট্রি-ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। নাম নথিভুক্তির সময় মোবাইল নম্বরও দিতে হবে। টিএফএ-র গাইড লাইন অনুযায়ী এবং টিএফএ-র রেফারি দ্বারা প্রতিটি ম্যাচ পরিচালিত হবে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি। রানাসংআপ দল পাবে ৪০ হাজার টাকা ও টুফি। এছাড়া প্রতিটি ম্যাচে দেওয়া হবে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারকে দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা ও টুফি।

# অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী আর্থ কলোনি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে সোমবার জয় পেলাো আর্থ কলোনি। তারা ৯ উইকেটে হারালো বিদ্যাপীঠ স্কুলকে। রক্তিম সাহা-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জয় তুলে নেয় তারা। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে

জিতে আর্থ কলোনি প্রথমে বিদ্যাপীঠ স্কুলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ২২ ওভারে মাত্র ৮৭ রান করতে সক্ষম হয় বিদ্যাপীঠ স্কুল। সর্বোচ্চ ২২ রান করে উমাচরণ ত্রিপুরা। আর্থ কলোনি-র হয়ে রক্তিম সাহা ১৭ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া অরুণ দাস এবং জয় বিশ্বাস নেয় ৩টি করে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## সিকেনাইডু টুফির শিবিরে ৪৪ ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : আগর সিকে নাইডু টুফির লক্ষ্যে ৪৪ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে টিসিএ। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আগামী ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। অনূর্ধ্ব ২৫ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে রাজা দল বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছে। প্রত্যেকটি ম্যাচেই লড়াই করেছে। একটি ম্যাচে জয় এলেও বাকি ম্যাচগুলিতে দূরস্ত লড়াই

উপহার দিয়েছে। ফলে সিকে নাইডু টুফি নিয়ে এবার ক্রিকেট মহলের প্রত্যাশা অনেক বেশি। শ্রীদাম পাল, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ-রা অনূর্ধ্ব ২৫ দলের হয়ে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছে। সিকে নাইডু টুফির শিবিরেও তাদের রাখা হয়েছে। এদিনই কানপুরে আরসিবি-তে টুট্যাল দেওয়া দেবপ্রসাদ সিনহা-কেও শিবিরে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনূর্ধ্ব ১৯ দল থেকে নিজেদের সরিয়ে

নেওয়া পারভেজ সুলতান এবং সাহিল সুলতানও রয়েছে শিবিরে। তবে ক্রিকেট মহল বিশ্বাসিত এত বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটারদের কেন শিবিরে ডাকা হলো। অনায়াসেই ৩০-র মধ্যে সংখ্যাটা রাখা যেতো। কয়েকটি নাম নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। প্রায় খেলা ছেড়ে দেওয়া এক ক্রিকেটারকে শিবিরে দেখে অবাক ক্রিকেটপ্রেমীরা। দুই ক্রিকেট হলেন জয়ন্ত দেবনাথ এবং অনুপ কুমার দাস। এছাড়া ট্রেনার অজিতাভ নাথ এবং ফিজিও অর্পণ কর। টিসিএ-র যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস এই প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছেন।

## অনুরাগী-কে উড়িয়ে দিলো এনএসআরসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : ক্রিকেট অনুরাগী-কে উড়িয়ে দিয়ে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে অভিযান শুরু করলো এনএসআরসিসি। সোমবার নরসিংগড় পল্লয়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অনুরাগী-কে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিলো এনএসআরসিসি। ব্যাটিং-বোলিং উভয় বিভাগে একচ্ছত্র দাপট দেখালো তারা। বোলাররাই এদিন আরসিসি-র জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অনুরাগী মাত্র ৭৯ রান করে। এনএসআরসিসি-র বোলাররা নিয়মিত উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি রান আটকে রাখতেও সক্ষম হয়। অনুরাগী-র হয়ে আকাশ দাস ২৫ এবং অনর রায় ২০ রান করে। এনএসআরসিসি-র হয়ে শঙ্খনীল সেনগুপ্ত কোন রান খরচ না করেই ২টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া অংশ ভাটনগর এবং মহম্মদ মহিম চৌধুরী নেয় ২টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২২ ওভারে ১টি উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় এনএসআরসিসি। দেন্ড্রোতি পাল ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রানে অপরাজিত থাকে।



ক্যানবেরা, ২০ ডিসেম্বর।। অ্যাশেজে অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়া! দিনরাতের টেস্টে ইংল্যান্ডকে ২৭৫ রানে গুঁড়িয়ে দিলেন অজিরা। বল বিকৃতি কাণ্ডকে পিছনে ফেলে শাপমুক্তি ঘনল অজিদের পাট-টাইম অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের। অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচেও অজিরা জিতেছিল বিরাট ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচেও সেভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারল না ইংল্যান্ড। দিনরাতের টেস্টের একেবারে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে খেলে গেল অজিরা। প্রথম ইনিংসে লাভুশানের দূরস্ত সঞ্চুরি, ওয়ার্লারের ৯৫ এবং স্মিথের ৯৩ রানে ভর করে ৪৭৩ রানের বিশাল

ইনিংস গড়ে অস্ট্রেলিয়া (জল্লন্ধ্যম্‌ম্‌)। অজিরা ইনিংস ঘোষণা করার পর প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড। মাত্র ২৩৬ রানে অল-আউট হয় তাঁরা। ইংল্যান্ডের হয়ে মালান ৮০ এবং রুট ৬২ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে একটা সময় অজিরাও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। কিন্তু এবারেরও সামাল দেন সেই লাভুশানে। তাঁকে সঙ্গত করে ট্রেভিস হেড। দুজনেই ৫১ রানের ইনিংস খেলেন। ২৩০ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে অজিরা। ৪৬২ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড খেলা শুরু করে অনেকটাই

## সংবর্ধিত দুই ছাত্রী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সান্দ্রম ২০ ডিসেম্বর : রাজ্যভিত্তিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগের দুই কৃতি ছাত্রী সংগীতা দাস এবং পুষ্পা বিশ্বাসকে সর্বর্বনা জানায়া কবি এবং সাহিত্যিক মঞ্চ। তৃতীয় সারঙ্গম পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সর্বর্বনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কোচ বিপ্লব চক্রবর্তীও। সাথে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# ২৭ মাসেও টিসিএ-র ক্ষমতা হয়নি সোনামুড়া, গণ্ডাছড়ায় ক্রিকেট ফেরানো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : টিসিএ-র অনুমোদিত মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সংখ্যা ১৮। সদর বা আগরতলার দায়িত্ব অবশ্য খোদ টিসিএ-র অধীনে। ঘটনা হচ্ছে, টিসিএ-র অনুমোদিত ১৮টি মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার মধ্যে এখনও অধিকাংশ মহকুমায় ক্রিকেট শুরু হয়নি। বিস্তর নাটকের পর সদর সহ হাতে-গোনা কয়েকটি মহকুমায় অবশ্য অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হয়েছে। তবে এখনও অধিকাংশ মহকুমায় অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হয়নি। জানা গেছে, প্রথমতঃ সময় মতো প্রস্তুতি শুরু হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এখনও নাকি অনেক মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা টিসিএ-র অনুদান হাতে পায়নি। এছাড়া মাঠ নিয়ে আর্থ অনেক মহকুমায় সমস্যা আছে। পাশাপাশি অন্যতম সমস্যা

নাকি আঙ্গায়ার, স্কারার। খবরে প্রকাশ, টিসিএ নাকি গোটা রাজ্যে আঙ্গায়ার, স্কারারদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এতে করে অবশ্য বিভিন্ন মহকুমার আঙ্গায়ার ও স্কারারদের মধ্যে নাকি তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এতদিন টিসিএ-তে যে গোষ্ঠীর হাতে আঙ্গায়ার স্কারাররা নিয়ন্ত্রিত হতো এখন নাকি ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। এতদিন যাদের কাঁধে ভর দিয়ে টিসিএ-তে ক্ষমতায় এসেছে বর্তমান কমিটি সেই গোষ্ঠীর হাতে নাকি কোন ক্ষমতা দিতে রাজি নয় তারা। এনিয়ে অবশ্য এখন অন্য খেলা চলছে। অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট নিয়ে বিভিন্ন মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য এখনও তৈরি হতে পারেনি। এর মধ্যেই বড় প্রশ্ন হচ্ছে সোনামুড়ার ভবিষ্যত কি?

সোনামুড়ায় কি আদৌ শুরু হবে ক্রিকেট? ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পর আজ ২৭ মাস। কিন্তু এখনও সোনামুড়ায় ক্রিকেট শুরু হতে পারেনি। এই অবস্থায় প্রশ্ন জাগছে, সোনামুড়ায় আদৌ ক্রিকেট শুরু হবে কি না? সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের ক্যারিয়ার বছরের পর বছর নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু টিসিএ-র কোন হেলদোল নেই। জানা গেছে, শুধু যে সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের ক্রিকেট জীবন নষ্ট হচ্ছে তা নয়, বেশ কিছু মহকুমায় নাকি কয়েক বছর ধরেই ক্রিকেট চর্চা বন্ধ। কোথাও কমিটি থাকলে সমস্যা তো মাঠের বাইরে থাকলেও ক্রিকেট নিয়ে কোন উদ্যোগ নেই অভিযোগ,

টিসিএ-র কাছের মহকুমা জিরানিয়াতেও নাকি ক্রিকেট চর্চা মুখথুবে পড়ে আছে। তবে টিসিএ-র কর্তাদের মহকুমা ক্রিকেটকে কতো নজর আছে প্রশ্ন তো আছেই। কেননা তা না হলে কবেই সোনামুড়া ক্রিকেটের সমস্যা শেষ হয়ে যেতো। সোনামুড়ার ক্রিকেটের ক্রিকেটার আজ ক্রিকেটহীন। টিসিএ যখন সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করেছে তখন সোনামুড়া, গণ্ডাছড়া ক্রিকেটহীন। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, টিসিএ কেন সোনামুড়া, গণ্ডাছড়ায় কোন ক্রিকেট নেই? কেন সোনামুড়া, গণ্ডাছড়ার আবেদনপত্র হরণ করা হয় এবং সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়। সমস্ত যোগ্যতামান ছিল মাত্র ৪ জনের। আরও অবাক করার মতো বিষয় হলো, সাক্ষাৎকারের পর নিয়োগ নীতি মেনেই শর্টলিস্ট তৈরি করা

# প্রীতম-র লড়াই বিফলে গেলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : ব্যাট এবং বল হাতে দারুণ পারফরম্যান্স করলো জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টারের প্রীতম পাল। তবে তার দুর্দান্ত লড়াই সত্ত্বেও জগন্নাথপাড়া হেরে গেলো। শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে নিশিকুমার মুড়াসিংপাড়া সিসি ৩৬ রানে পরাস্ত করলো জগন্নাথপাড়াকে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নিশিকুমার মুড়াসিংপাড়া সিসি ২২ ওভারে ১১৫ রান করে। সর্বোচ্চ ৪৩ রান করে জয় মঞ্জুদার। এছাড়া ২৫ রান করে সনম শীল। জগন্নাথপাড়ার হয়ে ৩১ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয় প্রীতম পাল। এছাড়া ৩ উইকেট পায় জয় চক্রবর্তী। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জগন্নাথপাড়া। ২৩.৩ ওভারে মাত্র ৭৯ রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। কৌশিক পাল ২১ এবং প্রীতম পাল ১৭ রান করে।



লো-স্কারিং ম্যাচে দুই দলের বোলাররা দাপট দেখালো। টসে জিতে বাইখোড়া প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কসমোপলিটনের বোলারদের দাপটে ১৭.৪ ওভারে মাত্র ৮০ রান করতে সক্ষম হয় তারা। তদায় মঞ্জুদার এবং তুষার পাল দুই জনেই ২০ রান করে। কসমোপলিটনের হয়ে সুমন রিয়াং ৫টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া

সৌরভ দেবনাথ নেয় ৩টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আরও বড় বিপর্য ঘটে কসমোপলিটনের। মাত্র ৭০ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। সর্বোচ্চ ১৯ রান করে আমন দেবনাথ। বাইখোড়া স্কুলের হয়ে সৌম্যদীপ পাল এবং অনায় মজুমদার ৪টি করে উইকেট নেয়। ১০ রানে ম্যাচ জিতে নেয় বাইখোড়া স্কুল।

### বিলোনিয়ায় অনলাইন স্কারিং-র উদ্বেোধন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : সোমবার বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মাঠে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অনলাইন স্কারিং-র উদ্বেোধন হয়। বিশেষ যেকোন জায়গা থেকে এখন থেকে বিলোনিয়া ক্রিকেটের সমস্ত লাইভ স্কার জানা যাবে। নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পথে এগিয়ে গেলো বিলোনিয়ার ক্রিকেট। এই অনলাইন স্কারিং-র উদ্বেোধন করেন লেভেল-ওয়ান আঙ্গায়ার

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে নিয়োগে দুর্নীতির আশঙ্কা

উচিত ছিল। এটা তৈরি করা হলে যে পাঁচ জনের কোন যোগ্যতাই ছিল না তারা বাদ পড়ে যেতো। কিন্তু তেমনটা হয়নি। অর্থাৎ যারাই সাক্ষাৎকার পর্বে অংশ নিয়েছেন প্রত্যেকেই এখন প্যান্ডেলের রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এত বড় মাপের অনিয়ম চলছে। অভিযোগ উঠেছে এক অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের বিরুদ্ধে। তিনি ইন্টারভিউ বোর্ডের এক জন সদস্য। যদিও ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের কান পাতলেই শোনা যায় যে, তার চেয়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছেন এরাজে যাদেরকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য করা যেতো। কিন্তু

একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় থাকা আরসিপি-র এই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সহজেই সদস্য হয়ে গেছেন। এরপরই শুরু হয়ে গিয়েছে তার খেলা। ছাত্র-ছাত্রীরা নাকি তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে চান না। তাই দফতরের এক অধিকর্তাকে অনুরোধ করে আগরতলায় একটি বিশেষ শাখার দায়িত্ব নিয়ে পড়ে রয়েছেন। বাম আমলেও অসংখ্য কেলঙ্কারিতে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। এমনই এক ব্যক্তি আজ খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এন্জলো-র জন্য হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর নিয়োগ করবেন। নিজের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন

ব্যক্তিরে নিয়োগের দায়িত্ব তার উপর। সুতরাং ফায়দা তো তুলতেই হবে। ইতিমধ্যেই নাকি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কলকাতা সাই-র এক জনকে নিয়োগ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। স্বভাবতই বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেন-দেনের আশঙ্কা করছে সবাই। রাজ্যের গ্যাংলান্ডের ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে চাইছেন। যার ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নেই তিনি আজ চাকুরি বিক্রি করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমী জনগণ তরুণ ক্রীড়ামন্দি স্খাান্ত চৌধুরী-র হস্তক্ষেপ চাইছে।

# বিদর্ভ ম্যাচে প্রমাণ হলো ন্যানো টেস্ট-ফিটনেস ক্যাম্প আসলে ধান্দাবাজির আখড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে টুফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালেই ত্রিপুরার অভিযান শেষ হলো। প্লেট গ্রুপে যারা বাঘ ছিল নকআউটে তাদের যেন বিভাল মনে হলো। তবে নকআউট পর্বে একটা বড় ম্যাচ জেতার জন্য যা দরকার ছিল ত্রিপুরা টিমে কিন্তু সেই রসদ ছিল না। বিসিসিআই-র সৌজন্যে ত্রিপুরা বনাম বিদর্ভের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি সোমবার সুযোগ হয়েছিল এই প্রতিবেকের। বলতে দ্বিধা নেই, সরাসরি প্রচারিত ম্যাচটি দেখে বেশ কিছু প্রশ্ন মনের ভেতর তৈরি হয়েছে। জানি না এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব কোন মহল থেকে পাওয়া যাবে কি না। প্রথমতঃ টিসিএ-র উদ্যোগে এখন রয়োয়া ক্লাব ক্রিকেট পুরোপুরি বন্ধ রেখে জাতীয় ক্রিকেটের প্রস্তুতির নামে মাসের পর মাস চলছে ফিটনেস ক্যাম্প। কখনও ন্যানো টেস্টের গল্প তো কখনও ফিটনেস টেস্টের গল্প। নিয়মিত এই গল্প শোনার পর মনে হয়েছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ক্রিকেটার যেন একেক রকম জন্তি রোডের

তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিজয় হাজারে টুফিতে যারা বিদর্ভ বনাম ত্রিপুরা ম্যাচ সরাসরি টিভি-তে দেখেছেন তারা নিশ্চয় বলবেন, ম্যাচ হারার অন্যতম কারণ হলো ত্রিপুরার জঘন্য ফিফ্টিং এবং শ্লগ ওভারে জঘন্য বোলিং। বিদর্ভের ইনিংসটা দেখার সময় বার বার মনে হয়েছে এত জঘন্য ফিফ্টিং জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে? ত্রিপুরার এক জনকেও তো আমার ফিট মনে হয়নি। যে সমস্ত ক্যাচ হাত থেকে পড়েছে তার অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটেও ক্ষমার অযোগ্য। তেমননি যে সমস্ত রান আউটের সুযোগ নষ্ট হয়েছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। আর এই সমস্ত ক্যাচ নষ্ট বা রান আউটের সুযোগ নষ্টের আসল কারণ হচ্ছে জঘন্য ফিটনেস। উইকেটরক্ষক থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্রিকেটারকে মাঠে আনফিট মনে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যদি আসল অবস্থা থাকে তাহলে ন্যানো টেস্ট বা ফিটনেস টেস্টের কথা বলে মাসের পর মাস এতো ক্যাম্প কেন? তবে কি এই ন্যানো টেস্ট বা ফিটনেস টেস্টের নামে আসলে যোগেছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ক্রিকেটার যেন একেক রকম জন্তি রোডের

লুটের খেলা চলছে? নিরুপম, কৃতিদীপ্ত, উদীয়ান বোস-র নাকি ফিটনেস খারাপ। আমি নিশ্চিত, এখন যারা দলে আছে তাদের অনেকের চেয়ে ফিটনেস ভালো উদীয়ান, নিরুপম, কৃতিদীপ্ত-দের। আসলে একটি ম্যাচেই কিন্তু ধরা পড়ে গেছে উদীয়ান, নিরুপম, কৃতিদীপ্ত-দের বাদ দেওয়ার গোপন ছক। রাহিল ফিট? সমিত ফিট? পবন ফিট? রজত ফিট? প্রশ্ন, কে ফিট? অতিযোগে, ন্যানো টেস্ট আর মাসের পর মাস ফিটনেস টেস্টের আসল কারণ নাকি দুইটি। প্রথমতঃ ক্যাম্পের নামে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা লুট। দ্বিতীয়তঃ অপছন্দের ক্রিকেটারদের দল থেকে বাদ দেওয়ার একটা চালাকি। আমার মনে হয়, টিসিএ-র এই সমস্ত সভাপতি নাকি ক্ষমতাসীন। টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে তার নাকি আসলে কোন ক্ষমতাই নেই। টিসিএ-তে নাকি সভাপতি অনেকটা মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতোই। ক্রিকেট মহলে কিন্তু এই অ্যালোচনি এই খবর।

<sup>[1]</sup> স্বাধীকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, সেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, সেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৮৫৬ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১



**৩ 9436940366**

**BAPPIRAJ FURNITURE**

**Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura**

৩ Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সস্তার

## নৃশংস, অমানবিক, ক্ষমাহীন অপরাধের সাক্ষী সামাজিক মাধ্যম : অপরাধীরা গ্রেফতারহীন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ১১। নৃশংস। ব্যভিচারের চূড়ান্ত। অসহনীয়। অমানবিক। নগ্ন এবং সত্যিই নগ্ন। অপরাধ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ক্ষমা অযোগ্য। মান্তানির চূড়ান্ত। শাসক দলের ক্ষমতার উদাহরণ। বিচ্ছিন্ন। ছি— এই প্রত্যেকটি শব্দ ঘটনাটিকে বোঝানোর জন্য কম পড়বে। রাতের আঁধারে শহরের আখাউড়া চত্বরের লাইট হাউস প্রজেক্টের সামনে যেভাবে প্রায় ১৫ জন দৃষ্টি মিলে একজনকে ভয়ানকভাবে মারলো, তা চোখে দেখা যায় না।

শহরের প্রাণকেন্দ্রের এই ঘটনা ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ছি ছি রব উঠেছে দিকে দিকে। শোনা যাচ্ছে, লাইট হাউস প্রজেক্ট চত্বরটিকে শাসক দলের কোন লবি দখল করবে, সেই নিয়েই বচসা বাঁধে দুই দলের মধ্যে। আর তা থেকেই ঘটনাটি ঘটে। মাটিতে ফেলে দৃষ্টিরা লাঠি দিয়ে, রড দিয়ে, প্রায় ৩০-৩৫ বার একজনকে মারতে থাকে। ব্যাথায় চিংকার করতে থাকেন তিনি। মার থামেনি তবুও। নৃশংস এই ঘটনায় আহত ব্যক্তি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্তরা কেউই গ্রেফতার হয়নি। সোনারতরীতে গন্তাগোলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আখাউড়া সীমান্ত এলাকা। গভীর রাত থেকে দফায় দফায় আক্রমণ করা হয়েছে বিজেপির বৃথ সভাপতি-সহ আরও কয়েকজনকে। এক যুবকের পিঠে ভোজালি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একজনকে। লাইট হাউসের সামনেই চলতে থাকে মারপিট। রাতভর সন্ত্রাসের মধ্যে আতঙ্কে কাটিয়েছেন সীমান্ত

এলাকার নাগরিকরা। পিস্তল-সহ নানা অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির ১৯নং বৃথের সভাপতি অজিত চৌহানের বাড়িতে। এর আগে পুলিশ সদর দফতরের কাছেও আক্রমণ করা হয় কয়েকজনের উপর। রাতভর সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গোটা এলাকাবাসীরা। আক্রমণ চলার সময় পুলিশের দেখা পাননি এলাকাবাসীরা। এই ঘটনা ঘিরে পশ্চিম থানায় একটি অভিযোগও জমা পড়েছে। মূলত বুটন দাসের নেতৃত্বে এই আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। আখাউড়া সীমান্তের লাইট হাউস দখল ঘিরেই

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

### দুর্ঘটনায় অটো চালকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মদিগর, ২০ ডিসেম্বর ১১। সোমবার সকাল ৮টা। নাগাদ আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পানিসাগর অগ্নিপাশা এলাকায় যান

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অটো চালকের। মৃতের নাম অলক দে (৪৫)। তার বাড়ি কুমারখাট রাতাছড়া এলাকায়। এদিন সকালে অলক দে অটো নিয়ে কুমারখাটে যাচ্ছিলেন। কারণ গাড়িটিকে ব্রেক হয়ে পড়েছিল। অন্য একটি গাড়ির সহায়তায় অটো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্য গাড়ির সাথে বাঁধা দড়াই হিঁড়ে যায়। যার ফলে অটোটি রাস্তাটেই উল্টে যায়। অটোর নিচেই চাপা পড়েন অলক দে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী ঘটনাস্থলেই অটো চালকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা দেখে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা এসে মৃতদেহকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পানিসাগর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রস্তু অটো-সহ দুটি গাড়ি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। অটো চালকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ করছে রাতাছড়া এলাকায়।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

### নাবালকের দ্বিতীয় বিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ১১। নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার অভিযোগ উঠলো আরেক নাবালকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দু'জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের সোমবার সন্ধ্যায় জিবিপি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য নেওয়া হয়। জানা গেছে, নাবালক ছেলেটি এ নিয়ে দুটি মেয়েকে এভাবে বিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

### সমস্যার সমাধান

মুঠকরগী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবিন্দা কালাবাদ, মুঠকরগী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

**CONTACT**  
9667700474

**VISION CONSULTANCY**

We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS

TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Laker)

LOW PARKING 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

### মৃত্যু দাঁড়ালো ১১৯-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর ১১। প্রয়াত হলো চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। সোমবার ভোর ৪টা নাগাদ গোমতী জেলার বাগমা এলাকায় হদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অরুণ দেবনাথ (৪৯) নামে চাকরিচ্যুত শিক্ষক। তাকে নিয়ে ১১৯জন ১০৩২৩ শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উদয়পুরের কুফিলং উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তার মৃত্যুতে জয়েন্ট মুনমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ গভীর শোক জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, আর কত জন শিক্ষকের মৃত্যু হলে এই সরকারের ঘুম ভাঙবে এটাই আমাদের প্রশ্ন।

### চোর ধৃত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ১১। শহরে চুরির ঘটনায় কুখ্যাত চোর প্রণব দাস (২৫)-কে গ্রেফতার করলো আমতলি থানার পুলিশ। তার বাড়ি লোকনাথ আশ্রমের শান্তি পরী এলাকায়। আসল বাড়ি দক্ষিণ জেলার পিআর বাড়ি হলেও লোকনাথ আশ্রম এলাকায় চুরি করে প্রণব। রবিবার অন্নপ্রসাদ চৌধুরী বাড়িতে চুরির ঘটনায় একটি মামলা করেন। এই মামলায় পুলিশ প্রণবকে গ্রেফতার করেছে। আদালত তাকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডেরাখার নির্দেশ দিয়েছে। ওইদিন পুলিশের তদন্ত রিপোর্টও চেয়েছেন বিচারক দীপা ভট্টাচার্য।

## ১৬০ কোটির কেলেঙ্কারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ১১। বিদ্যুৎ নিগমে ১৬০ কোটি টাকার প্রকল্পে বরাত নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করলেন রাজ্যের এক তরুণ বাস্তবকারী। অভিযোগ, কোনও ধরনের বৈধ কাগজ না থাকার পরও ছত্ৰিশগড়ের একটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে। তারা কাজও নিম্নমানের গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোমবার আগরতলায় উদয়পুরের বাসিন্দা



তথা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার অনুপ ভৌমিক এবং তার আইনজীবী দেবাশিস দত্ত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেই তাদের অভিযোগের কথা জানান। দেবাশিস দত্ত বলেন, মূলত সরকারের মন্ত্রীদেবর কাছে গোপন রেখে প্রকল্পের নোডাল অফিসার কনক লাল দাস বেআইনিভাবে বরাতটি পাইয়ে দিয়েছেন। তাকে আমরা নোটিশ দিয়েছিলাম। কিন্তু জবাব দেননি। শেষ পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলাটি করেছেন অনুপ। অনুপ নিজেও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি জানান, বিদ্যুৎ নিগমে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজোটি যোজনায় ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতের পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই প্রকল্প। প্রকল্পের কাজ এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ৪৫ ভাগ কাজও এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। যে কারণে কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কাজের বরাত দেওয়া হচ্ছে ছত্ৰিশগড়ের সংস্থা

হুসসাডি ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডকে। বরাত পেতে পারফরম্যান্স রিপোর্ট জমা করতে হয়। ছত্ৰিশগড়ের সংস্থাটিও এই রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তাদের রিপোর্টে সব তথ্যই ভুল ছিল। এমন কিছু নথিও দেওয়া হয়েছে যেগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অথচ এই সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। কাজটির বরাত পেতে ত্রিপুরা থেকেও তিন চারজন অংশ নিয়েছিলেন। তাদের বরাত দেওয়া হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে নিম্নমানের কাজ করছে সংস্থাটি। এই কারণেই মানুষের স্বার্থে রাজ্যের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অনুপ মামলা করেছেন। অনুপ জানিয়েছেন, কাজ করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় পড়ছেন। নিয়ম অনুযায়ী ঠিকদারকে সেফটি অফিসার নিয়োগ করতে হয়। সেফটি অফিসারই অডিট করে দেখবেন শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। শুধু তাই নয়, রাজ্য ডেডু এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রয়েছে

কয়েক জায়গায়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ নিগমে রিপোর্ট দেওয়ার কথা রয়েছে শর্তে। অথচ কিছুই মানা হচ্ছে না। বেআইনিভাবেই কাজ করে যাচ্ছে ছত্ৰিশগড়ের সংস্থা। এইভাবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। গ্রামজোটি যোজনায় আরও প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন টানার কাজ বাকি। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল বরাতে। কিন্তু এই সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। অনুপ আরও বলেন, আইপিডিএস এবং সৌভাগ্য প্রকল্পে স্থানীয় ঠিকদারদের দিয়ে কোটি কোটি টাকা কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু ঠিকদারদের লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। এগুলি বেআইনিভাবে এই কাজগুলি দেওয়া হচ্ছে। এনিমেও তিনি মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রাম : ৪৮,৪৫০  
ভরি : ৫৬,৫২৫

**দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী**

জন্ম : ২৪/০১/১৯৯৯  
মৃত্যু : ২১/১২/২০১৯

**জয়দীপ মালাকার (দ্বীপ)**

**শোকাহত**

বাবা - নৃপেন্দ্র মালাকার  
মা - চিনু মালাকার ও সকল আত্মীয় পরিজন।

ঠিকানা  
গকুলনগর,  
বিশালগড়,  
সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।

**প্রতিযোগিতা**

**CHILDREN'S PARK, AGARTALA**

**DRAWING :- +3 YRS TO 15 YRS**

THEME : ENVIRONMENT

DT- 24/12/2021

**SINGING :- +4 YRS TO 15 YRS**

THEME :- FOLK SONG / MODERN

DT- 25/12/2021

**DANCE :- +3 TO 15**

THEME : FOLK SONG / MODERN (TRACK BASE)

DT- 26/12/2021

PH :- 7005630055 / 9774924651

REGISTRATION FEES : 100/-

**“ধান ভাঙ্গানোর মেশিন”**

ঘরে বসেই ধান ভাঙ্গানোর মেশিন মাত্র 30,000/- টাকায় বিক্রয় হইবে। বাড়ির কারেন্টই, এই মেশিন চলে। স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন ব্যক্তিই এই মেশিন চালাতে পারেন। প্রতিদিন ৭ টন ধান ভাঙ্গানো যায়। ইচ্ছে করলে এই MINI RICE MILL ভাড়া ও খাটানো যাবে। Video দেখার জন্য Whats app করুন — 9402567942 — যোগাযোগ : — **Mob - 9402567942**

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

**INAUGURATION OF SPECIAL DRIVE FOR REGISTRATION OF UNORGANISED WORKERS IN e-SHRAM PORTAL**

Inauguration by **Shri Biplab Kumar Deb** Hon'ble Chief Minister, Govt. of Tripura

In Presence of **Shri Bhagaban Ch. Das** Hon'ble Minister Labour etc, Govt. of Tripura as a Chief Guest

ICA-D-1483-2021-22

on 21st December, 2021 at 11 AM

Venue: Rabindra Bhawan Hall No. 1